ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمه الله

তাওহিদের মর্মকথা

আলী হাসান উসামা
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

ইমাম জাইনুদ্দিন আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনু শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনু রজব হাম্বলি রহ.। তিনি ৭৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৪ হিজরিতে নিজ বাবা আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমাদ রহ.-এর সঙ্গে দামেশকে আগমন করেন। সেখান থেকে শুরু হয় তার ইলম চর্চার ধারা। তিনি তার জীবনে জগদ্বিখ্যাত শাইখগণের থেকে ইলমের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার শাইখগণের মধ্যে রয়েছেন—তার বাবা আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমাদ রহ., হাফিজ আলায়ি রহ., হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ., ইবনু কাজিল জাবাল রহ., আল্লামা মুহাম্মাদ কালানিসি রহ., আল্লামা ইবনু আবদিল হাদি রহ.।

তার ছাত্রদের মধ্যেও রয়েছে ইতিহাসের অমর ব্যক্তিত্বগণ—হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ., আবদুর রহমান ইবনু আইয়াশ রহ., ইবনুল মুনসিফি রহ. এবং ইবনুল লাহহাম রহ. প্রমুখ।

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই—*ফাতহুল বারি, শরহু ইলালিত তিরমিজি, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ, লাতায়িফুল মাআরিফ, আল-কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ, আল-ইসতিখরাজ লি আহকামিল খারাজ, আত-তাখউইফ মিনান নার ওয়াত তা'রিফ বি হালি দারিল বাওয়ার, আহওয়ালুল কুবুর, ফাদলু ইলমিস সালাফ 'আলা ইলমিল খালাফ (সালাফদের ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব), মা রাওয়াহুল আসাতিন ফি 'আদামিল মাজিয়ি ইলাস সালাতিন (রাজদরবারে আলিমদের গমন : একটি সতর্কবার্তা)* প্রভৃতি।

এই মহান ইমাম ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭৯৫ হিজরি চতুর্থ রামাজানের রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। পরবর্তী দিন জানাযা শেষে মহান ফকিহ শাইখ আব্দুল ওয়াহিদ শিরাজি মাকদিসি রহ.-এর পাশে, আল-বাবুস সাগির কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

প্রকাশকের কথা

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি ﷺ। অষ্টম শতকের বিখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস এবং ফকিহ। অসাধারণ সব গুণের আধার। ইতিহাসের কিংবদন্তি। তারই কালজয়ী রচনা আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ—*তাওহিদের মর্মকথা*। মূল গ্রন্থটির নাম হচ্ছে—*কিতাবুত তাওহিদ* এরই অপর নাম—*কালিমাতুল ইখলাস ওয়া তাহকিকু মাআনিহা*। সহজ সরল ভাষায় তাওহিদের মূল পাঠকে সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। অনুবাদ করেছেন সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আলিম, লেখক, অনুবাদক এবং সম্পাদক আলী হাসান উসামা। অসাধারণ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ এবং বেস্টসেলার গোটা দশেক বইয়ের সম্পাদনার মাধ্যমে পাঠকমহলে এখন এ নামটি অত্যন্ত পরিচিত এবং সাদরে বরিত। আলী হাসান উসামা বর্তমানে কালান্তর প্রকাশনীর সম্পাদনা পরিষদের নির্বাহী সম্পাদক পদেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

কালান্তর প্রকাশনী *তাওহিদের মর্মকথা* বইটি প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে। আকিদা-বিষয়ক এটাই আমাদের প্রথম প্রকাশনা। আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই শীঘ্রই প্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনু রজব ﷺ-এর এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দুর্বোধ্য কোনো পাঠ নেই; বরং এর প্রতিটা ছত্রই পাঠকের সহজেই বোধগম্য হবে এবং গ্রন্থটি সকলের জন্যই সুখপাঠ্য হবে।

বইটি যথাসাধ্য নির্ভুল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও ভাষা বা বানানজনিত কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করবেন আশা করি। ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব এবং আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তাআলা এর লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

বিষয়সূচি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাওহিদ পরিচিতি

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য; যার সত্তা শরিক, সদৃশ, সমকক্ষ এবং প্রতিপক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যিনি গর্বিত আরশের অধিকারী। যার মর্যাদা সুমহান। যিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। এ তো এমন এক কালিমা, যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে গোটা সৃষ্টিজীব, যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং যার ভিত্তিতেই মানুষেরা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে—হতভাগা এবং সৌভাগ্যবান। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল এবং তার হাবিব; যিনি প্রেরিত হয়েছেন জিন এবং মানবজাতির জন্য, স্বাধীন-পরাধীন সকলের জন্য; যেন তিনি এই কালিমার মাধ্যমে তাদের বের করে আনেন শিরকের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে তাওহিদের উজ্জ্বল আলোর দিকে; তিনি তো সেই সত্তা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুফর, বিদআত এবং জাহেলি যুগের অন্ধ অনুকরণের মূলোৎপাটন করেছেন।

হে আল্লাহ, আপনি সালাত এবং সালাম বর্ষণ করুন আপনার বান্দা এবং রাসুল মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি—তাওহিদের প্রতি আহ্বানকারী এবং নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকলের জন্য কল্যাণকামীদের মধ্যে যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—এবং তার সাহাবিদের প্রতি, যারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন শহর এবং নগরে, মরুপ্রান্তর এবং মফস্বলে এবং আপনি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন ইলমের ন্যায়নিষ্ঠ ধারক-বাহকদের প্রতি, যারা দীন থেকে প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্বেষীর বিকৃতি এবং প্রত্যেক উদ্ধত বাতিলপন্থীর মিথ্যাচার সযত্নে নিরোধ করে চলছে অবিরল।

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ বলেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।'[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আর আমি জিন এবং মানবজাতিকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।'[২]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো; যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তাদের; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'[৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

[১] সুরা আনআম : ৭৯।
[২] সুরা যারিয়াত : ৫৬।
[৩] সুরা বাকারা : ২১।

'কিয়ামাতের পূর্বে আমি প্রেরিত হয়েছি তরবারিসহ, যতক্ষণ না ইবাদত এক আল্লাহর হয়ে যায়; তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করা হয়। আমার রিজিক নির্ধারণ করা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। আর যারা আমার দীনের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে তুচ্ছতা এবং লাঞ্ছনা। যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'[৪]

আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাওহিদ এবং দীনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করার নির্দেশ-সংবলিত আয়াত দ্বারা পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ। তাওহিদ হলো এই দীনের সূচনা এবং সমাপ্তি, বাহ্য এবং অভ্যন্তর। তাওহিদই সেই বিষয়, সর্বপ্রথম যার দিকে নবিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন। নুহ ﷺ থেকে সূচিত হয়ে যার সমাপ্তি হয়েছিল প্রিয়নবি ﷺ-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

'আমি নুহ ﷺ-কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম এই বার্তাসহ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।'[৫]

হুদ ﷺ, সালিহ ﷺ, শুয়াইব ﷺ এবং অন্যান্য নবি-রাসুলগণও নিজ নিজ কওমকে একই কথা বলেছেন। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিচ্ছেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার পূর্বে আমি যত নবি প্রেরণ করেছি, সকলের কাছেই ওহি মারফত এ বিধান অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।'[৬]

তিনি আরও বলেন,

---

[৪] *তাবারানি* : ১৪১০৯; *শুআবুল ইমান* : ১১৫৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫১১৫, ৫৬৬৭; *আল-মুসান্নাফ*, ইবনু আবি শাইবা : ১৯৪০১।
[৫] সুরা হুদ : ২৫-২৬।
[৬] সুরা আম্বিয়া : ২৫।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোনো না কোনো রাসুল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে—তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো।'[৭]

এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর তাওহিদ এবং ইবাদতই হলো সকল নবির দাওয়াতের সারকথা এবং এর সর্বোচ্চ শিখা; ইমান এবং কুফর, ইসলাম এবং শিরকের সীমারেখা; একইভাবে আখিরাতে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে মুক্তির অনন্য উপায় আর দুনিয়াতে রক্ত, সম্পদ এবং বংশ রক্ষার বিকল্পহীন মাধ্যম।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'এটা সমস্ত মানুষের জন্য এক বার্তা এবং এটা এ জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে যে, সত্য উপাস্য কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৮]

আল্লাহ তাআলা থেকে প্রকাশিত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে তাওহিদ

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক। তিনিই সৃষ্টি করেন, মৃত্যুও তারই হাতে। তিনিই রিজিক দেন, উপকার-অপকারের ক্ষমতাও তারই কর্তৃত্বে। তিনিই বিধান প্রণয়ন করেন, কোনো বস্তুকে হালাল করেন আবার কোনো বস্তুকে হারাম করেন। বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা এবং শাসনকর্তৃত্ব কেবল তারই। এ ছাড়াও আরও যত কর্মবাচক সিফাত রয়েছে, সবক্ষেত্রে তাকেই এক এবং অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা দেওয়াই তাওহিদের দাবি। কারণ, তার সঙ্গে আর কোনো রব নেই, যিনি বিশ্বচরাচরের বিষয়াদির দেখভাল করেন কিংবা এ বিশ্বকে পরিচালনা করেন। আকাশ কিংবা পৃথিবীতে কেউই তার সমকক্ষ নয়।

এটাকেই আলিমগণ 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ' নামে নামকরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং অধিকারী। সুতরাং যে বিশ্বাস করবে, পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিংবা অন্য কোনো সত্তা

[৭] সুরা নাহল : ৩৬।
[৮] সুরা ইবরাহিম : ৫২।

উপকার-অপকারের ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতে অন্য কাউকে শরিক করল। আল্লাহ বলেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

'আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের শরিক গণ্য করেছ তাদের ডাকো। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই আর তাদের মধ্যে কেউ তার সাহায্যকারীও নয়।'[১]

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে তাওহিদ

সকল বান্দা তাদের এক এবং অদ্বিতীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যেই নিজেদের সকল কর্ম সম্পাদন করবে। বান্দা একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তাকেই প্রত্যাশা করবে; তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে প্রত্যাশা করবে না। বান্দা একমাত্র তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, বিপদে একমাত্র তারই দ্বারস্থ হবে। বান্দা একমাত্র তাকেই ভালোবাসবে এবং তাকেই ভয় করবে। বান্দা একমাত্র তারই দিকে অভিমুখী হবে, তারই উদ্দেশ্যে জবাই, মানত এবং কসম করবে। প্রদক্ষিণও শুধু তার ঘরকেই করবে। অন্তর একমাত্র আল্লাহর জন্যই শূন্য থাকবে, দৃষ্টি শুধু তার দিকেই নিবিষ্ট থাকবে। চেহারা আশা এবং ভীতি উভয় অবস্থায় একমাত্র তারই সামনে সমর্পিত থাকবে। অন্তরে গাইরুল্লাহর জন্য কোনো অংশই থাকবে না; বরং অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে ধাবিতই হবে না। আল্লাহর স্মরণই তাদের অন্তরের প্রশান্তি এবং এতেই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তাদের জীবন সুখকর হয় না এবং জীবনে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য আসে না একমাত্র আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, তার জন্য একনিষ্ঠ বন্দেগি এবং সর্বদা অন্তর তার দিকে ধাবিত করে রাখা ব্যতিরেকে। আলিমগণের পরিভাষায় এটাকেই 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ' বা আমল, ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার তাওহিদ বলা হয়।

[১] সুরা সাবা : ২২।

আল্লাহ তাআলার নাম এবং সিফাতের ক্ষেত্রে তাওহিদ

আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে সকল নাম এবং সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও তার জন্য সে সকল নাম এবং সিফাত সাব্যস্ত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের ব্যাপারে সকল মাখলুক থেকে অধিক অবগত। একইভাবে আল্লাহর রাসুল ﷺ আল্লাহর জন্য যে সকল নাম এবং সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, আমরা তার জন্য সে সকল নাম এবং সিফাতও সাব্যস্ত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অন্য সকল মাখলুক অপেক্ষা অধিক অবগত। তবে আমরা আল্লাহকে কোনো রূপে রূপায়িত করব না, বান্দাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিরূপণ করব না, তার নাম এবং সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাবিল' (ব্যাখ্যা) কিংবা 'তা'তিল' (নিষ্ক্রিয়করণ)-এর আশ্রয় নেব না। আমরা তার নাম এবং সিফাতগুলো তার জন্য এমনভাবে সাব্যস্ত করব, যা তার বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের সঙ্গে উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা নিজে তার থেকে যা কিছু নিরোধ করেছেন, একইভাবে তার রাসুল তার থেকে যে সকল বিষয়কে নাকচ করেছেন এবং যে বিষয়গুলো তার মর্যাদা-পরিপন্থী—এ ধরনের সকল বিষয় থেকে আমরা আল্লাহ তাআলাকে মহাপবিত্র ঘোষণা করব। আলিমগণের পরিভাষায় এটাকেই 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত' বলা হয়।

এটাই সেই ইসলাম, যা আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তিনি তার বান্দাদের এ ইসলামকেই আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ তার পক্ষ থেকেই জনসমক্ষে এই ইসলামের ঘোষণা দিয়েছেন।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۞ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'বলে দিন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি এমনভাবে যে, আমার আনুগত্য হবে একনিষ্ঠভাবে তারই জন্য এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি হই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। বলে দিন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহা বিপদের শাস্তির। বলে দিন, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তারই জন্য একনিষ্ঠ করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত করো।

বলে দিন, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গ সবই হারাবে। মনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'[১০]

আল্লাহ তাআলার তাওহিদ বাস্তবায়িত হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে—এই কালিমা মুখে উচ্চারণ, এর আলোকে জীবন পরিচালন, গাইরুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেকে সমর্পণ, এর দাবিগুলোকে আঁকড়ে ধরা এবং এর শর্তসমূহকে মান্য করা আর একে জীবনের একমাত্র সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। মানুষের জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে এই কালিমার আলোকে; হোক তা ব্যক্তিগত পরিসর, কিংবা পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিসর। ঘর, বাজার, মসজিদ, রাষ্ট্র এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই কালিমার আলোকেই পরিচালিত হবে জীবনের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি কাজ।

শাইখ আবদুর রহমান ইবনু হাসান ﵀ বলেন,

জেনে রেখো হে ইনসাফকারী, আল্লাহ তাআলার সুসংহত দীন এবং তার সিরাতে মুসতাকিম স্পষ্ট হয় তিনটি বিষয় জানার মাধ্যমে, যে বিষয়গুলো দীন ইসলামের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই আমল সুসম্পন্ন হয়; শরিয়াহর দলিল এবং আহকামের আলোকে। যখন এ বিষয়গুলো ত্রুটিপূর্ণ হয় কিংবা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখন সেই জীবনব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। বিষয় তিনটি হলো—

ক. তোমার এ বিষয়টি জানা প্রয়োজন যে, দীন ইসলামের ভিত্তি এবং বুনিয়াদ, ইমানের মূল এবং তার সার হলো, আল্লাহ তাআলার তাওহিদ; যা-সহ প্রেরিত হয়েছেন সকল নবি এবং যা-সংবলিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তার সুসংহত সুস্পষ্ট বিধান-বর্ণনাকারী কিতাব। আল্লাহ বলেন,

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

'আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে (দলিল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময় এবং সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (এ কিতাব নবিকে নির্দেশ

[১০] সুরা যুমার : ১১-১৫।

দেয়, যেন তিনি মানুষকে বলেন,) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না। আমি তার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।'[১১]

এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মর্মবার্তা। কারণ, দীন ইসলামের মূলকথাই হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা হবে না; আল্লাহ তার ইবাদতের জন্য যে পন্থা নির্ধারণ করেছেন, তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো পন্থায়ও তার ইবাদত করা যাবে না—তা প্রবৃত্তিসৃষ্ট পন্থা হোক কিংবা হোক কোনো বিদআতি পন্থা। আমাদের শাইখ ইমামুদ দাওয়াহ ﵀ বলেন,

দীন ইসলামের ভিত্তি এবং খুঁটি হলো দুটো বিষয় :

১. এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ, এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান, এর ভিত্তিতে হৃদ্যতা-সখ্যতা গড়া এবং যে তা বর্জন করে, তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।
২. আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করা থেকে নিষেধ করা, এ ব্যাপারে কঠোরতা করা, এর ভিত্তিতে বৈরিতা-শত্রুতা গড়া এবং যে এ ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে, তাকে কাফির বলে অভিহিত করা।

এই বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরও অনেক প্রকার রয়েছে। শাইখ ﵀ সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

এই তাওহিদের রয়েছে—ভিত্তি, শাখা-প্রশাখা, দাবি, কিছু অপরিহার্যতা এবং আবশ্যকতা। প্রকৃত ইসলাম এ সকল বিষয় জানা এবং মানার আগে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই তাওহিদের রয়েছে আরও কিছু বিরোধী বিষয়, যা তাওহিদকে ভেঙে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

এর ফিরিস্তি যদিও দীর্ঘ, তবে এর মধ্যে রয়েছে তিনটি গুরুতর বিষয় :

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা। যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, অন্য কাউকে প্রত্যাশা করা, অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, বিপদে পড়লে অন্য কারও দ্বারস্থ হওয়া এবং অন্য কারও ওপর ভরসা করা ইত্যাদি। যে এগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে ফেরাবে সে কাফির হয়ে যাবে, তার কোনো আমল আর বিশুদ্ধ হবে না। এই শিরক আমল-বিনষ্টকারী কাজগুলোর মধ্যে সবচে গুরুতর। আল্লাহ বলেন,

[১১] সুরা হুদ : ১-২।

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যদি তারা শিরক করত তাহলে তারা যা কিছু আমল করেছে সব বিনষ্ট হয়ে যেত।'[১২]

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অবশ্যই তোমার প্রতি এবং তোমার আগে যারা বিগত হয়েছে তাদের প্রতি ওহির মাধ্যমে এ বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করতে তাহলে তোমার আমল বরবাদ হয়ে যেত এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে। বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তুমি কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।[১৩]

২. যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাদের ব্যাপারে অন্তরে আনন্দবোধ করা এবং আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলা।
৩. মুশরিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের দিকে আন্তরিকভাবে ঝুঁকে পড়া, হাত, জিহ্বা কিংবা সম্পদের মাধ্যমে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

বিচক্ষণ এবং সচেতন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য, তাওহিদকে ভঙ্গ করে দেয়, ইসলামকে নষ্ট করে দেয়, প্রতিপালকের ক্রোধ-অসন্তোষ জাগ্রত করে এবং তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়—এমন কোনো বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। সুতরাং তোমরা তোমাদের তাওহিদকে আঁকড়ে ধরো, নিজেদের দীনের ব্যাপারে যত্নবান হও, দৃঢ়ভাবে দীনকে অবলম্বন করো, তাওহিদের বাস্তবায়নে নিজেদের ইলম, আমল এবং সার্বিক শক্তি ব্যয় করো। আল্লাহ আমাদের সে সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আল্লাহর জন্য তার দীনকে একনিষ্ঠ করেছে এবং তিনি কল্যাণ ও সৌভাগ্যের ওপর তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফিকদাতা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

উস্তাদ সাবরি বিন সালামা শাহিন

রিয়াদ

---

[১২] সুরা আনআম : ৮৮।
[১৩] সুরা যুমার : ৬৫।

আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত,

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا

একদা মুআজ ইবনু জাবাল ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সওয়ারিতে আরোহী ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন, 'হে মুআজ ইবনু জাবাল!' মুআজ ইবনু জাবাল ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সার্বিক সহযোগিতা ও খেদমতে হাজির আছি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ পুনরায় তাকে ডাকলেন, 'হে মুআজ!' তিনি সাড়া দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি হাজির এবং প্রস্তুত।' এভাবে তিনি তিন বার করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যেকোনো বান্দা অন্তরের সত্যয়নসহ এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল, আল্লাহ তাআলা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি মানুষদের এ সংবাদ অবহিত করব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে তারা এর ওপরই নির্ভর করে থাকবে।' মুআজ ﵁ (জীবনভর এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি।) মৃত্যুর সময় এ হাদিসটি বর্ণনা করে গেছেন, যাতে ইলম (গোপন রাখার) গুনাহ না হয়।[১৪]

ইতবান ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ কথা বলে যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'[১৫]

[১৪] *সহিহ বুখারি*: ১২৮।
[১৫] *সহিহ বুখারি*: ৪২৫।

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ، فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ»، قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ»

আবু হুরাইরা ﷺ কিংবা আবু সাঈদ ﷺ বলেন, (সন্দেহ বর্ণনাকারী আমাশের) তাবুকের যুদ্ধের সময় লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো। সে সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন। এরপর সকলের উদ্বৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন। তখন কেউ এক মুঠো গম নিয়ে হাজির হলো। কেউ এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল। এভাবে দস্তরখানের ওপর কিছু পরিমাণ রসদ-সামগ্রী জমা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বরকতের দুয়া করলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও।' সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিলো, এমনকি এ বাহিনীর কোনো পাত্রই আর অপূর্ণ থাকল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করল। কিছু উদ্বৃত্তও রয়ে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দুটোর ওপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে না।'[১৬]

আবু জর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ» قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ

[১৬] *সহিহ মুসলিম*: ৪৫।

'যে কোনো বান্দা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) বলবে এবং এ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আবু জর ﵁ বলেন,) আমি বললাম, "যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে।" আমি পুনরায় আরজ করলাম, "যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে।" এ কথাটি তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হলো। চতুর্থ বারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদিও আবু জরের নাক ধুলোমলিন হয় (অর্থাৎ আবু জরের অপছন্দ হলেও)।" বর্ণনাকারী বলেন, আবু জর ﵁ এ কথা বলতে বলতে বের হলেন—"যদিও আবু জরের নাক ধুলোমলিন হয়।"[১৭]

উবাদা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

'যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেবে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল," আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন।'[১৮]

উবাদা ﵁ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা এবং রাসুল, ইসা ﵇ আল্লাহর বান্দা এবং তার কালিমা—যা তিনি মারয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন তার এক রুহ—এবং জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য" আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যা-ই হোক না কেন।'[১৯]

এ ব্যাপারে আরও অসংখ্য হাদিস রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা আপাতত এ কয়েকটির ওপরই ক্ষান্তি দিচ্ছি।

---

[১৭] *সহিহ বুখারি*: ৫৮২৭; *সহিহ মুসলিম*: ১৫৪।
[১৮] *সহিহ মুসলিম*: ৪৭।
[১৯] *সহিহ বুখারি*: ৩৪৩৫; *সহিহ মুসলিম*: ৪৬।

চিরস্থায়ী জাহান্নাম তাওহিদপন্থীদের জন্য নয়

হাদিসের গ্রন্থাদিতে এ অধ্যায়ে দু-ধরনের হাদিস বর্ণিত রয়েছে :

ক. কিছু হাদিস এমন রয়েছে, যা থেকে অনুমিত হয়, যে ব্যক্তি তাওহিদ এবং রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; এ ক্ষেত্রে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এটা তো স্পষ্ট বিষয়। কারণ, প্রকৃত তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তিই চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। তেমনি তার পাপরাশি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে পবিত্র হলে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সে কোনো ধরনের বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

ওপরে যে আবু জর ﷺ-এর হাদিস বিবৃত হয়েছে, তার অর্থ হলো, তাওহিদের উপস্থিতি থাকলে ব্যভিচার এবং চুরি জান্নাতে প্রবেশের পথে অন্তরায় হবে না। এ তো এক ধ্রুবসত্য; যাতে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় নেই। তবে সেই হাদিসে তো এ ধরনের কোনো কথা নেই যে, তাওহিদের উপস্থিতি থাকলে এক দিনের জন্যও সে আজাবপ্রাপ্ত হবে না।

মুসনাদুল বাযযার গ্রন্থে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَ

'যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে তা কোনো এককালে তার উপকারে আসবে; যদিও এর পূর্বে তাকে সে শাস্তি আক্রান্ত করে, যা তাকে আক্রান্ত করার ছিল।'[২০]

খ. কিছু হাদিসে এ কথা রয়েছে যে, তাওহিদের স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দেওয়া হবে। এ ধরনের হাদিসকে অনেক হাদিস-ব্যাখ্যাকারী এ অর্থে নিয়েছেন যে, এমন ব্যক্তি স্থায়ীভাবে জাহান্নামে বাস করবে না কিংবা তাকে জাহান্নামের আগুনের সেই স্তরে রাখা হবে না, যা হবে চিরস্থায়ী; অর্থাৎ জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্তর তার জন্য বরাদ্দ করা হবে না; বরং তাকে এরচে নিম্নস্তরের কোনো জাহান্নামে রাখা হবে। কারণ, তাওহিদের স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের মধ্য থেকেও অসংখ্য অবাধ্য বান্দার ঠাঁই হবে জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্তরে, নিজেদের

[২০] *মুসনাদুল বাযযার* : ৮২৯২; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৩০০৪; *শুআবুল ঈমান* : ৯৬; *আল-মু'জামুস সাগির*, তাবারানি : ৩৯৪। আল্লামা হাইসামি *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে (১/২২) বলেন, 'এই হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ'র বর্ণনাকারী।

গুনাহের কারণে। এরপর সুপারিশকারীদের সুপারিশে এবং পরম দয়ালু স্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহে তারা সেখান থেকে মুক্তি পাবে।

হাদিসে এসেছে

وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ

‘আমার ইজ্জত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব এবং আমার মহত্ত্বের শপথ! যারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলেছে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।’[১১]

[১১] *সহিহ বুখারি*: ৭৫১০।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তসমূহ

কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়। কালিমার দাবি তা-ই। কিন্তু দাবি ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ সমাধা করে না, যতক্ষণ না তার সকল শর্ত পূর্ণ হয় এবং তার কার্যকারিতার পথে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধক অন্তরায় না হয়। কখনো এমন হয় যে, মূল বিষয়টি অস্তিত্ব লাভ করলেও শর্তের অবিদ্যমানতার কারণে কিংবা কোনো প্রতিবন্ধকতা অন্তরায় হওয়ার কারণে তার দাবিগুলো অপূর্ণই থেকে যায়। হাসান বসরি এবং ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ ﷺ-এর অভিমত এটা। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

কবি ফারাজদাক যখন তার স্ত্রীর দাফনকার্য সম্পন্ন করছিলেন তখন হাসান বসরি ﷺ তাকে বললেন, 'এ দিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছ?' ফারাযদাক বললেন, 'সত্তর বছরব্যাপী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য।' হাসান ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র কিছু শর্ত রয়েছে। সুতরাং তুমি সতী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা থেকে বেঁচে থাকো।'[২২]

তার ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা এসেছে, যাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি ফারাজদাককে বলছেন, 'এ তো হচ্ছে খুঁটি। রশি কোথায়?'

হাসান ﷺ-কে বলা হলো, 'একদল মানুষ বলছে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে এবং তার হক ও অবশ্য করণীয় কার্যাবলি আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবিকাঠি নয়?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই, তবে এমন কোনো চাবি নেই, যার অনেকগুলো খাঁজ নেই। যদি তুমি এমন চাবি নিয়ে আসো, যার রয়েছে খাঁজ তাহলে তোমার জন্য দরজা খুলে যাবে। আর যদি তা না থাকে তাহলে দরজা তোমার জন্য খুলবে না; (তা বন্ধই থেকে যাবে)।'

إن مفتاح الجنة لا اله إلا الله

নিশ্চয়ই জান্নাতের চাবিকাঠি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

---

[২২] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কিছু শর্তের কথা বিভিন্ন হাদিসে বিক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। এর শর্তসমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই—ইলম, ইয়াকিন, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ইখলাস এবং নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুর উপাসনা করা হয় তার প্রতি সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি।

এ হাদিসটি ইমাম আহমাদ ﵀ বিচ্ছিন্ন সনদে তার *আল-মুসনাদ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মুআজ ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

إذا سألك اهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل: شهادة أن لا اله إلا الله

'ইয়ামানবাসী যখন তোমাকে জান্নাতের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তখন তুমি বলবে যে, (জান্নাতের চাবি হচ্ছে) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য প্রদান।'

এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ হলো, অসংখ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে প্রবেশকে নেক আমলের ওপর বিন্যাসিত করেছেন। যেমন : *সহিহ বুখারি* এবং *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এসেছে যে,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، فَقَالَ القَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا» فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

আবু আইয়ুব আনসারি ؓ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' উপস্থিত লোকজন বলল, 'তার কী হয়েছে? তার কী হয়েছে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে।' এরপর নবিজি ﷺ বললেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে অংশীদার গণ্য করবে না, সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে (অর্থাৎ সওয়ারিকে) ছেড়ে দাও।' যখন সে চলে গেল তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে যদি তা আঁকড়ে ধরে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৩]

হাদিসে আরও এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ

[২৩] *সহিহ বুখারি* : ৫৯৮৩; *সহিহ মুসলিম* : ১২, ১৪।

رَمَضَانَ»، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক গেঁয়ো ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি আমাকে এমন এক আমল শিখিয়ে দিন, আমি যদি সেই আমল করি তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করব।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে এবং রামাজানের সিয়াম পালন করবে।' তখন লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি এর ওপর মোটেও হ্রাস-বৃদ্ধি করব না।' এরপর নবিজি ﷺ বললেন, 'কোনো জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যাকে আনন্দিত করে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে।'[২৪]

এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّدُوسِيَّ يَعْنِي ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الْخَمْسَ، وَأَصُومَ رَمَضَانَ، وَأَحُجَّ الْبَيْتَ، وَأُوَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا اثْنَتَانِ فَمَا أُطِيقُهُمَا: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ مَنْ وَلَّى الدُّبُرَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ، وَأَخْشَى إِنْ حَضَرْتُ ذَلِكَ خَشَعَتْ نَفْسِي، وَكَرِهْتُ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ، فَمَا لِي إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ رُسُلُ أَهْلِي وَحُمُولَتُهُنَّ، قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «لَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أُبَايِعُكَ، فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ "

বিশর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ সাদুসি ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলাম। তিনি আমার ওপর শর্তস্বরূপ এ সকল বিষয় অপরিহার্য করলেন—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল, যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, জাকাত প্রদান করা, ইসলামের ফরজ হজ আদায় করা, রামাজান মাসের সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'

---

[২৪] *সহিহ বুখারি*: ১৩৯৭; *সহিহ মুসলিম*: ১৫।

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, দুটো বিষয় আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না—জিহাদ এবং সাদাকাহ (জাকাত)। কারণ, আমি দেখেছি, মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে দাবি করে থাকে যে, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রত্যাবর্তন করবে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরবে। নিজের ব্যাপারে আমার শঙ্কা হয় যে, যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হই তাহলে আমার অন্তর ভীত হয়ে পড়বে এবং আমি মৃত্যুকে অপছন্দ করতে শুরু করব। আর সাদাকাহর বিষয়টি হলো, আমার সম্পদই কেবল অল্প কিছু গনিমত এবং গোটা পঞ্চাশেক উট, যা আমার পরিবারের সদস্যদের এবং তাদের বোঝা ও মালপত্র বহন করে।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তার হাত গুটিয়ে নিলেন, এরপর তা নাড়িয়ে বললেন, 'জিহাদ করবে না, সাদাকাহ্ দেবে না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিসের মাধ্যমে?'

সাহাবি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার কাছে বাইয়াত হব। এরপর আমি সবগুলো বিষয়ের ওপর বাইয়াত হলাম।'[২৫]

---

[২৫] *আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন* : ৯৮৪; *আল-মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ২১৪৪৫। ইমাম হাকিম বলেন, 'هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' 'এটি এমন একটি হাদিস, যার সনদ সহিহ। তবে বুখারি এবং মুসলিম তাদের *সহিহ* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেননি।' ইমাম হাইসামি *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে বলেন, رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، واللفظ للطبراني، ورجال أحمد موثقون 'হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, তাবারানি তার *আল-মু'জামুল কাবির* এবং *আল-মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে। ... (*মুসনাদে*) *আহমাদ*-এর বর্ণকারীরা নির্ভরযোগ্য।'

জান্নাতে প্রবেশের শর্তসমূহ

উপরিউক্ত হাদিসে স্পষ্ট এসেছে যে, তাওহিদ, সালাত, সিয়াম এবং হজের পাশাপাশি জিহাদ এবং সাদাকাহ হলো জান্নাতে প্রবেশের জন্য শর্ত।

এরই আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো এই হাদিস—

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।'[২৬]

এ হাদিসের আলোকে উমর ؓ এবং আরও একদল সাহাবি এ কথা বুঝেছেন যে, যে ব্যক্তি তাওহিদ এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে, সে শুধু এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেই দুনিয়ার শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এ কারণে তারা জাকাত প্রদানে বাধাদানকারীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে দ্বিধা করছিলেন। আর আবু বকর সিদ্দিক ؓ বুঝেছিলেন, কালিমার হক আদায় করা ব্যতিরেকে কারও সঙ্গে লড়াই নিষিদ্ধ হয় না। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ সে হাদিসের শেষেই বলেছেন,

فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

'যখন তারা এ কাজগুলো করবে তখন আমার থেকে তাদের রক্ত এবং সম্পদ সুরক্ষিত করে ফেলবে, তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।'[২৭]

এ হাদিসের ভিত্তিতে আবু বকর ؓ বলেছেন যে,

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا " قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ»

---

[২৬] *সহিহ বুখারি*: ২৫; *সহিহ মুসলিম*: ৩৬।
[২৭] প্রাগুক্ত।

'আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব, যারা সালাত এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কারণ, জাকাত হলো সম্পদের ওপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা এমন কোনো মেষশাবক জাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কাছে দিত তাহলে আমি জাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।' 'উমর ؓ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবু বকর ؓ-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায়ই তার এ দৃঢ়তা। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তার সিদ্ধান্তই যথার্থ।'[২৮]

সিদ্দিক ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসের যে অর্থ বুঝেছেন, একাধিক সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সে মর্মেই হাদিস বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে ইবনু উমর, আনাস ؓ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন মানুষের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল," তারা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে এবং জাকাত প্রদান করে। যখন তারা এ সবগুলো করবে তখন আমার থেকে তাদের রক্ত এবং সম্পদ সুরক্ষিত করে ফেলবে, তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।'[২৯]

কুরআন থেকে এর আরও দুটি প্রমাণ লক্ষণীয় :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'যদি তারা তাওবা করে, যথাযথ পন্থায় নামাজ আদায় করে এবং জাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।'[৩০]

---

[২৮] *সহিহ বুখারি* : ১৪০০, ৬৯২৫, ৭২৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ৩২।
[২৯] *সহিহ মুসলিম* : ৩৬।
[৩০] *সুরা তাওবা* : ৫।

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'যদি তারা তাওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তাহলে (তারা তো) তোমাদের দীনি ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি আয়াতসমূহকে এভাবেই বিশদভাবে বর্ণনা করি।'[৩১]

স্মর্তব্য যে, দীনি ভ্রাতৃত্ববোধ তখনই সাব্যস্ত হয় যখন তাওহিদের পাশাপাশি ফরজ বিধানসমূহও আদায় করা হয়। কারণ, শিরক থেকে তাওবা একমাত্র তাওহিদের মাধ্যমেই সম্ভাবিত হয়।

আবু বকর ﵁ যখন সাহাবিদের সামনে এই বক্তব্য উত্থাপন করলেন তখন সাহাবিরা তার অভিমতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সেটাকেই যথার্থ মনে করলেন।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, কোনো ব্যক্তি তাওহিদ এবং রিসালাহর সাক্ষ্য দিলেই নিঃশর্তভাবে তার থেকে দুনিয়ার শাস্তি উঠে যায় না, বরং ইসলামের হকসমূহের মধ্য থেকে কোনো হক লঙ্ঘন করার কারণে কখনো-বা তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। আখিরাতের শাস্তির ব্যাপারেও একই কথা।

একদল আলিমের বক্তব্য হলো, উল্লিখিত হাদিসসমূহ এবং এ ধরনের আরও যেসব হাদিস এ সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত হয়েছে তা সবই ছিল ফরজ এবং শাস্তিসংক্রান্ত বিধিবিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম জুহরি ﵀, ইমাম সাওরি ﵀ প্রমুখ। তাদের এ অভিমতটি বাস্তবসম্মত হওয়া বেশ দূরবর্তী ব্যাপার। কারণ, এ ধরনের অনেক হাদিস অবতীর্ণ হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনার জীবনীতে, যে সময়ের পূর্বেই ফরজ এবং শাস্তিসংক্রান্ত অনেক বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো হাদিসে তাবুক যুদ্ধের কথা এসেছে, যা ছিল প্রিয়নবি ﷺ-এর জীবনের প্রায় শেষের দিককার ঘটনা।

এই শ্রেণির আলিমগণের কেউ কেউ আবার এ সকল হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো রহিত হয়ে গেছে। কেউ-বা বলেছেন, রহিত হয়নি; সুদৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীনরূপেই বহাল রয়েছে। তবে এসবের সঙ্গে পরবর্তীতে কিছু শর্ত যুক্ত হয়েছে। এই দ্বিতীয় বক্তব্যের ওপর আবার আপত্তি ওঠে যে, নসের[৩২] ওপর কোনো শর্ত বৃদ্ধি

[৩১] সুরা তাওবা : ১১।
[৩২] কুরআন এবং হাদিসের মূলপাঠ।

করা আদতে কী? তা কি রহিতকরণ, নাকি অন্য কিছু? উসুলুল হাদিস[৩৩] শাস্ত্রে এ নিয়ে রয়েছে প্রসিদ্ধ মতবিরোধ।

ইমাম সাওরি ﷺ এবং অন্যান্যরা স্পষ্টই বলেছেন যে, এসব হাদিস রহিত হয়ে গেছে। ফরজ এবং শাস্তিসংক্রান্ত বিধিবিধান এগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। কখনো তাদের রহিত শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, তার সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। কারণ, সালাফ এ অর্থেও (নাস্‌খ) রহিতকরণ শব্দকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতেন। তো তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো, ফরজ এবং শাস্তিসংক্রান্ত বিধিবিধানের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করার বিষয়টি যে ফরজ বিধান পালন এবং হারাম কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার ওপর নির্ভরশীল—তা স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং সে সকল নস (আয়াত এবং হাদিস) রহিত (সীমিত) হয়ে গেছে; অর্থাৎ তার সঙ্গে কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। ফরজ এবং শাস্তিসংক্রান্ত নসগুলো হলো রহিতকারী; অর্থাৎ সে সকল নিঃশর্ত হাদিসের ব্যাখ্যাকারী এবং তার মর্ম সুস্পষ্টকারী।

---

[৩৩] হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতি।

কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, সে সকল শর্তহীন নস অন্যান্য হাদিসে শর্তযুক্ত হয়ে এসেছে। যেমন এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো :'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে—

১. ইখলাসপূর্ণ অন্তরে,
২. আন্তরিক সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে,
৩. তার জিহ্বা যথার্থভাবে উচ্চারণ করবে,
৪. অন্তরের সত্যয়নসহকারে,
৫. জিহ্বা আনুগত্যের নির্দ্বিধ স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং অন্তর পূর্ণ প্রশান্ত থাকবে।

এ সবগুলোই অন্তরের আমলের দিকে ইঙ্গিত। অন্তরে যেন তাওহিদ এবং রিসালাহর সাক্ষ্য স্থিরভাবে বসে যায়। অন্তরে তা বসবেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে। অর্থাৎ সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে গ্রহণ করবে না—ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা করার ক্ষেত্রে, ভরসা এবং সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে আর আনুগত্য, অভিমুখিতা এবং কামনার ক্ষেত্রে। একইভাবে অন্তরে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বসবে একমাত্র সে পন্থায়ই আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মাধ্যমে, যা তিনি তার নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জবানে শরিয়াহসিদ্ধ করেছেন।

এক মারফু' হাদিসে[৩৪] বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে এসেছে; নবিজি ﷺ বলেন,

من قال لا اله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك

'যে ব্যক্তি ইখলাসপূর্ণ অন্তরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, তার ইখলাস কী?' তিনি উত্তর দিলেন, (এর ইখলাস হলো,) 'আল্লাহ তোমার ওপর যা কিছুকে হারাম করেছেন, এই কালিমা তোমাকে সেসব থেকে ফেরাবে।'[৩৫]

[৩৪] যে হাদিসের সূত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধিত।
[৩৫] *আত-তারিখ*, খতিবে বাগদাদি : ১২/৬৪।

হাদিসটি আনাস ইবনু মালিক এবং যায়দ ইবনু আরকাম ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলোর সনদ সহিহ নয়। হাসান বসরি ﷺ-এর *মারাসিল*-এও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

উপরিউক্ত আলোচনাকে ব্যাখ্যা করলে তার রূপ এমনটা দাঁড়াবে : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই'—বান্দার এই কথার দাবি হলো, আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো ইলাহ থাকবে না। ইলাহ তো তিনি, যার আনুগত্য করা হয়; তার সঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভীতি, প্রত্যাশা, ভরসা, চাওয়া এবং প্রার্থনা জড়িত থাকার কারণে তার অবাধ্যতা করা হয় না। আর এ বিষয়গুলো একমাত্র মহামহিম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য যুৎসই হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি কাউকে এ সকল গুণ—যা ইলাহের ইলাহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত—এর কোনোটির ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে তা তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ইখলাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং তার তাওহিদকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেবে। আর এর মাঝে এ বিষয়গুলো জড়িত থাকার কারণে তা হবে মাখলুকের উপাসনার নামান্তর।

শিরক এবং কুফরের রয়েছে মূল ও শাখা-প্রশাখা

এ সবগুলো হলো শিরকের শাখা-প্রশাখা।[৩৬] এ কারণেই অসংখ্য গুনাহের ওপরও কুফর এবং শিরক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে; যেগুলোর উৎসস্থল হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর আনুগত্য, কিংবা তার প্রতি ভীতি, প্রত্যাশা, ভরসা এবং তার উদ্দেশ্যে আমল সম্পাদন করা। যেমন : রিয়া (লৌকিকতা)-এর ওপর শিরক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[৩৭] একইভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা,[৩৮] গাইরুল্লাহর ওপর নির্ভর এবং ভরসা করা, ইচ্ছা করার ক্ষেত্রে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে এক স্তরে গণ্য করার ব্যাপারেও শিরক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে; যেমন : কেউ বলল, 'আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চায়' কিংবা 'আল্লাহ ছাড়া এবং তুমি ছাড়া আমার আর কেই-বা আছে।' অনুরূপ আরও এমন কোনো বিষয়, যা আল্লাহর ওপর ভরসা এবং একমাত্র

---

[৩৬] হাফিজ ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন, 'কুফরের রয়েছে মূল এবং শাখা-প্রশাখা। একইভাবে ইমানের রয়েছে মূল এবং শাখা-প্রশাখা। কুফরের শাখা-প্রশাখাও কুফর। লজ্জা ইমানের একটি শাখা। সুতরাং লজ্জাহীনতা কুফরের একটি শাখা। সত্য ইমানের একটি শাখা। সুতরাং মিথ্যা কুফরের একটি শাখা। সালাত, জাকাত, হজ এবং সিয়াম ইমানের শাখা। সুতরাং এগুলো পরিত্যাগ করা কুফরের শাখা। আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেছেন তার আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করা ইমানের শাখা। সুতরাং আল্লাহ যা নাজিল করেননি তার আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করা কুফরের শাখা। সকল গুনাহ কুফরের শাখা। একইভাবে সকল আনুগত্য ইমানের শাখা।

ইমানের শাখা-প্রশাখা দুপ্রকার : মৌখিক এবং কার্যমূলক। ইমানের মৌখিক শাখা-প্রশাখার মধ্যে কিছু রয়েছে এমন, যেগুলোর বিলুপ্তি ইমানের বিলুপ্তকে অপরিহার্য করে। একইভাবে তার কার্যমূলক শাখা-প্রশাখার মধ্যে কিছু রয়েছে এমন, যার বিলুপ্তি ইমানের বিলুপ্তিকে অপরিহার্য করে। কুফরের শাখা-প্রশাখাও দুপ্রকার : মৌখিক এবং কার্যমূলক। ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরের বাণী উচ্চারণ করার মাধ্যমে যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আর এটাও কুফরের শাখা-প্রশাখারই একটি অংশ। একইভাবে কুফরের শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমেও কেউ কাফির হয়ে যেতে পারে; যেমন : মূর্তিকে সিজদা করা, কুরআনের মুসহাফকে তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি। এ হলো এক মূলনীতি।' {*কিতাবুস সালাত*: ২৪}।

[৩৭] হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

'নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের ওপর সবচে বেশি যে জিনিসটিকে ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক।' সাহাবিরা বললেন, 'ছোট শিরক কী, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, 'রিয়া। মহামহিম আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সে লোকগুলোকে বলবেন, যখন মানুষকে কৃতকর্মের বিনিময় দেওয়া হবে, "আজ তোমরা তাদের কাছে চলে যাও, পৃথিবীতে নিজেদের আমলগুলো যাদের দেখানোর জন্য করতে। দেখো, তাদের কাছে কোনো বিনিময় পাও কি না।' {*মুসনাদু আহমাদ*: ২৩৬৩০, ২৩৬৩৫}।

[৩৮] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ

'তুমি তোমার বাবার নামে কসম কোরো না। কারণ, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করল, সে শিরক করল।' {*মুসনাদু আহমাদ*: ৬০৭৩}।

তিনিই উপকার-ক্ষতি করার আকিদাকেআক্রান্ত করে—যেমন : কোনো কিছুকে অশুভ মনে করা, নিষিদ্ধ পন্থায় ঝাড়ফুঁক করা, গণকের কাছে যাওয়া এবং তারা যা কিছু বলে সেগুলোকে সত্য বলে মনে করা,[৩৯] আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোনো ক্ষেত্রে নফসের অনুসরণ করা—এ সবই তাওহিদের অস্তিত্ব এবং তার পূর্ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এ কারণেই শরিয়াহ এমন অনেক গুনাহ—যার উৎসস্থল নফসের অনুসরণ—কেও কুফর এবং শিরক বলে অভিহিত করেছে। যেমন : মুসলমানের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া,[৪০] ঋতুমতী নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলন করা, কোনো নারীর সঙ্গে পায়ুপথে সহবাস করা,[৪১] তিন বার শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পর চতুর্থবারও মদপান করা;[৪২] যদিও এ বিষয়গুলো পুরোপুরি ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

এ কারণেই সালাফগণ এ শব্দগুলো ব্যবহার করতেন—বড় কুফরের চেয়ে নিম্নস্তরের কুফর, মূল শিরকের চেয়ে নিম্নস্তরের শিরক।

অনুসৃত প্রবৃত্তির ব্যাপারে 'ইলাহ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে নিজ প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে?[৪৩]

---

[৩৯] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

'যে কোনো গণক বা জ্যোতিষের কাছে আসল, অনন্তর সে যা কিছু বলে সেগুলোকে সত্য বলে মনে করল, সে তো ওই জিনিসকে অস্বীকার করল, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাজিল করা হয়েছে।' (*মুসনাদু আহমাদ* : ৯৫৩৬)

[৪০] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ। আর তার সঙ্গে লড়াই করা কুফর।' (*সহিহ বুখারি* : ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬)।

[৪১] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

'যে কোনো ঋতুমতী নারীর সঙ্গে সহবাস করল অথবা কোনো নারীর সঙ্গে পায়ুপথে মিলিত হলো, সে তো ওই জিনিসকে অস্বীকার করল, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাজিল করা হয়েছে।' (*সুনানুত তিরমিজি* : ১৩৫; *সুনানুদ দারিমি* : ১১৭৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬৩৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯২৯০)।

[৪২] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

যে মদ পান করেছে, তোমরা তাকে প্রহার করো। যদি সে চতুর্থ বারও পুনরায় মদপান করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলো। {*সুনানুত তিরমিজি* : ১৪৪৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৭৬২।

[৪৩] সুরা জাসিয়া : ২২।

হাসান ﷺ বলেন, 'সে হলো ওই ব্যক্তি, যার কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা হলেই সে তাতে লিপ্ত হয়।'

কাতাদা ﷺ বলেন, 'সে হলো ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি যখন যা মনে ধরে নির্দ্বিধায় তা-ই করে বসে। যখনই কোনো বিষয়ের উত্তেজনা জাগে, তখনই তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাকে এ থেকে ফেরায় না আল্লাহ তাআলার ভয় কিংবা তাকওয়া।'

আবু উমামা ﷺ থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ إِلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ

'আকাশের নিচে অনুসৃত প্রবৃত্তির চেয়ে বড় কোনো পূজ্য উপাস্য নেই।'[৪৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে,

لا اله إلا الله تدفع عن صاحبها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم، و قيل لهم: كذبتم

'"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তার স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের সুরক্ষা দিতে থাকে, যতক্ষণ তারা তাদের দুনিয়াকে দীনের ওপর প্রাধান্য না দেয়। যখন তারা দুনিয়াকে দীনের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বসে তখন তাদের সুরক্ষা ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের বলা হয়, "তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছ।"'[৪৫]

এর স্বপক্ষে অপর এক সহিহ হাদিস এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত; নবি ﷺ বলেছেন, 'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম! যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক!

[৪৪] *আস-সুন্নাহ,* ইবনু আবি আসিম : ৩; *আল-মু'জামুল কাবির,* তাবারানি : ৭৫০২।
[৪৫] *আল-মুসনাদ,* আবু ইয়া'লা : ৪০৩৪; *আল-মাতালিবুল 'আলিয়াহ,* ইবনু হাজার : ৩২৭৪; কানযুল উম্মাল : ২২১।

(তার পায়ে) কাঁটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে না পারুক! ওই বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার চুল উসকো-খুসকো এবং পা ধুলোমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে পেছনেই থাকে। যদি সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চায় তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।'[৪৬]

এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে কোনো কিছুকে ভালোবাসে, তার আনুগত্য করে, এমনকি তা-ই হয় তার স্বপ্ন-ভাবনা-কামনার চূড়ান্ত স্তর, সে তার ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব গড়ে এবং শত্রুতা রাখে সে তারই বান্দা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সেই বস্তুটি হয় তার মাবুদ এবং ইলাহ।

---

[৪৬] *সহিহ বুখারি*: ২৮৮৭।

শয়তানের আনুগত্য রহমানের তাওহিদকে ত্রুটিপূর্ণ করে

উপরিউক্ত আলোচনার স্বপক্ষে আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হলো, আল্লাহ তাআলা কোনো নাফরমানির ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্যকে শয়তানের উপাসনা নামে অভিহিত করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'হে আদম সন্তানেরা, আমি কি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না। কারণ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৪৭]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম ﷺ-এর বিবরণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি তার বাবাকে বললেন,

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا

'হে আমার বাবা, তুমি শয়তানের ইবাদত কোরো না। নিশ্চয়ই শয়তান পরম করুণাময়ের অবাধ্য।'[৪৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি রহমানের দাসত্ব এবং আনুগত্য জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেনি, সে বিতাড়িত শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারই ইবাদতে রত। শয়তানের ইবাদত থেকে শুধু সে-ই মুক্ত হতে পারে, যে তার জীবনে ইখলাসের সঙ্গে রহমানের ইবাদতকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। তারা হলো সে সকল ব্যক্তি, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো কর্তৃত্ব নেই।'[৪৯]

তারাই হলো সে সকল বান্দা, যারা 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ'র সাক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে এবং এই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ইখলাসের প্রমাণ দেখিয়েছে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছে। তারা ভালোবাসা, প্রত্যাশা, ভয়, আনুগত্য এবং ভরসার ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি।

---

[৪৭] সুরা ইয়াসিন : ৬০।
[৪৮] সুরা মারয়াম : ৪৪।
[৪৯] সুরা হিজর : ৪২।

তারাই হলো সে সকল বান্দা, যারা তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিল। তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার বান্দা।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, এরপর আল্লাহর অবাধ্যতা এবং বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রে শয়তান এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তার কর্ম তার মুখের উচ্চারণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তার তাওহিদের পূর্ণতা সে অনুপাতে হ্রাস পেয়েছে, যে অনুপাতে সে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে শয়তান এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

ওই ব্যক্তির থেকে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পথনির্দেশনা ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে?[৫০]

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে।[৫১]

সুতরাং হে মুসলিম, তোমাকেই বলছি; শোনো, তুমি আল্লাহর বান্দা হও, প্রবৃত্তির বান্দা হোয়ো না। কারণ, প্রবৃত্তি তার অনুসারীকে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'[৫২]

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ

লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম! লাঞ্ছিত হোক দিরহামের গোলাম![৫৩]

আল্লাহর কসম, কাল কিয়ামাতের ময়দানে আল্লাহর শাস্তি থেকে শুধু সে-ই রক্ষা পাবে, যে এক আল্লাহর ইবাদতকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেছে, তার পাশাপাশি তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি।

[৫০] সুরা কাসাস : ৫০।
[৫১] সুরা সোয়াদ : ২৬।
[৫২] সুরা ইউসুফ : ৩৯।
[৫৩] *সহিহ বুখারি* : ২৮৮৭।

যার এই ইলম রয়েছে যে, তার মাবুদ এবং ইলাহ একক সত্তা, সে যেন সেই একক সত্তারই ইবাদত করে।

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'সে যেন তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।'[৫৪]

জনৈক বুজুর্গ পাহাড়ের চূড়ায় বসে তার সঙ্গীদের সামনে দীনের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি তার আলোচনায় বললেন, 'কেউ তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে আরেকজনের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যায়।' এ কথা বলেই তিনি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন এবং ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তার সঙ্গীরা লক্ষ করল, পাথরগুলো চূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি এ অবস্থায়ই কিছুক্ষণ ছিলেন। যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন তখন তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কোনো কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন।

কোনো ব্যক্তির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবিই হলো, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসবে না। কারণ, ইলাহ তো তাকেই বলা হয়, ভালোবাসা, ভয় এবং প্রত্যাশার কারণে যার আনুগত্য করা হয়। তার প্রতি ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ হলো, তিনি যা কিছুকে ভালোবাসেন তার প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তিনি যা কিছুকে অপছন্দ করেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যে ব্যক্তি এমন কিছুকে ভালোবাসে, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন কিংবা এমন কিছুকে অপছন্দ করে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন তার তাওহিদ পূর্ণতা পায়নি এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যে তার সত্যবাদিতা প্রমাণিত হয়নি। সে যে অনুপাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় বস্তুকে ভালোবাসে এবং তার পছন্দনীয় বস্তুকে অপছন্দ করে সে অনুপাতে তার ভেতর রয়েছে সূক্ষ্ম শিরক।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তারা তার অনুসরণ করে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৫৫]

[৫৪] সুরা কাহফ : ১১০।
[৫৫] সুরা মুহাম্মাদ : ২৮।

আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

পবিত্র কুরআনের আয়াত—

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তারা আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করে না।'—এর ব্যাখ্যায় লাইস رحمه الله মুজাহিদ رحمه الله থেকে বর্ণনা করেন, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবেসো না।'

আয়িশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الذَّرِّ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَوْرِ، وَتُبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ وَهُوَ الدِّينُ، إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}

'শিরক হলো অন্ধকার রাতে সাফা পাহাড়ের ওপর পিঁপড়ার মন্থর গতির চাইতেও সূক্ষ্ম। সবচে সাধারণ শিরক হলো, তুমি কোনো জুলমপূর্ণ বিষয়কে পছন্দ করলে কিংবা কোনো ইনসাফপূর্ণ বিষয়কে ঘৃণা করলে, অথচ তা দীনেরই কোনো বিধান; তবে ভালোবাসা এবং ঘৃণার বিষয়টি ভিন্ন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কোরো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।"'[৫৬]

উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে, আল্লাহ যা কিছুকে অপছন্দ করেন, তার প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসেন, তা অপছন্দ করা আদতে প্রবৃত্তির অনুকরণ। এবার একে হৃদ্যতা-বৈরিতার মাপকাঠি বানানোটাই সূক্ষ্ম শিরক।

হাসান رحمه الله বলেন, 'নিশ্চয় তুমি কিছুতেই আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবে না, যতক্ষণ না তার আনুগত্যকে ভালোবাসো।'

জুন্নুন رحمه الله-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কখন আমি আমার প্রতিপালককে ভালোবাসতে পারব?' তিনি বললেন, 'যখন তার অপছন্দনীয় বিষয় তোমার কাছে প্রচণ্ড তিক্ত ফলের থেকেও তিতা হবে।'

---

[৫৬] *আল-মুসতাদরাক*, ইমাম হাকিম : ৩০৭৫ ইমাম হাকিম رحمه الله বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ এটি সহিহ সনদবিশিষ্ট হাদিস। তবে ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের *সহিহ* গ্রন্থে তা উল্লেখ করেননি। হাফিজ যাহাবি رحمه الله ও তার সঙ্গে দ্বিমত করেননি।

বিশর ইবনুস সারি ﷀ বলেন, 'ভালোবাসার নিদর্শন এ নয় যে, তুমি এমন কিছুকে ভালোবাসবে, যা তোমার প্রেমাস্পদ অপছন্দ করে।'

আবু ইয়াকুব নাহরাজাওরি ﷀ বলেন, 'প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তার আদেশ-নিষেধের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না তার সে দাবি অনর্থক।'

ইয়াহইয়া ইবনু মুআজ ﷀ বলেন, 'সে ব্যক্তি সত্যবাদী নয়, যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে অথচ তার দেওয়া সীমারেখার সংরক্ষণ করে না।'

রুওয়াইম ﷀ বলেন, ভালোবাসা এবং একাত্মতা পোষণ করা সর্ব অবস্থায়। এরপর তিনি আবৃত্তি করেন—

ولو قلت لي: مت، مت سمعا وطاعة

وقلت لداعي الموت: اهلا ومرحبا

যদি তুমি আমাকে বলো, 'মরে যাও' তাহলে আমি আদেশ পালন এবং আনুগত্যস্বরূপ মৃত্যুকে বরণ করে নেব। আমি মৃত্যুর আহ্বানকারীকে বলব, 'স্বাগতম, তোমাকে অভিনন্দন।'

এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করছে আল্লাহ তাআলার বাণী—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কোরো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।'[৫৭]

হাসান বসরি ﷀ বলেন, 'নবি ﷺ-এর সাহাবিরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো আমাদের প্রতিপালককে প্রচণ্ড ভালোবাসি।" তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসার একটি নিদর্শন নির্ধারণ করে দেওয়াকে পছন্দ করলেন। অনন্তর তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।'

এ থেকে বোঝা গেল যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য পূর্ণ হবে না 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করা ছাড়া। কারণ, আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তিনি যা কিছুকে ভালোবাসেন, বান্দাও তার সব কিছুকে ভালোবাসে এবং তিনি যা কিছুকে অপছন্দ করেন বান্দাও তার সব কিছুকে অপছন্দ করে। আর আল্লাহ কোন সব বিষয়কে ভালোবাসেন এবং কোন সব বিষয়কে অপছন্দ করেন তা জানার

[৫৭] সুরা আলে-ইমরান : ৩১।

একমাত্র পন্থাই হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করা। কারণ, তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের কাছে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের বারতা পৌঁছিয়ে দেন। তাই আল্লাহর ভালোবাসাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভালোবাসা, তাকে সত্যয়ন করা এবং তার অনুসরণ করাকে অপরিহার্য করে।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তার ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে এসেছে,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বলুন, তোমাদের বাবা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তার রাসুল এবং তার পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ সত্যত্যাগীদের সৎ পথ প্রদর্শন করেন না।'[৫৮]

একইভাবে তিনি তার আনুগত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যের কথা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

'তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সে ইমানের স্বাদ পায়—(১) যার নিকট আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়; (২) যে কোনো বান্দাকে ভালোবাসলে একমাত্র মহামহিম আল্লাহরই জন্য তাকে ভালবাসে এবং (৩) আল্লাহ তাআলা কুফর হতে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফরে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপছন্দ করে।'[৫৯]

---

[৫৮] সুরা তাওবা : ২৪।

[৫৯] *সহিহ বুখারি* : ২১।

ভেতর-বাহিরের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

জাদুকরদের অবস্থা এটাই ছিল; যখন ভালোবাসা তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে গিয়েছিল। সে সময়ে তারা সকল ভীতি-শঙ্কা ঝেড়ে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের সত্যের সামনে সমর্পণ করেছিল। তারা ফিরআউনের উদ্দেশে বলেছিল,

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

'তোমার যে বিচার করতে প্রবৃত্তি হয়, তুমি তা-ই কোরো। তুমি তো এ পৃথিবীর বিচারই শুধু করতে পারবে।'[৬০]

অন্তরে যখন আল্লাহর ভালোবাসা স্থির হয়ে যায়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধু প্রতিপালকের ইবাদতের দিকেই পরিচালিত হয়।

সহিহ বুখারিতে যে হাদিসে কুদসিটি এসেছে তার অর্থও এই—

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا

'আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে এতটাই ভালোবেসে ফেলি যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে আর আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে।'[৬১]

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে,

فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي

'সে আমার মাধ্যমেই শোনে, আমার মাধ্যমেই দেখে, আমার মাধ্যমেই ধরে এবং আমার মাধ্যমেই হাঁটে।'

এর অর্থ হলো, আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা যখন অন্তর পূর্ণ হয়ে যায় এবং অন্তরের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসিকতা প্রাধান্য পায় তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই পরিচালিত হয়, অন্তর তখন হয়ে যায় প্রশান্ত, ফলে মাওলার ইচ্ছার সামনে সে নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়।

[৬০] সুরা তহা : ৭২।
[৬১] *সহিহ বুখারি*: ৬৫০২।

হে মুসলিম, তোমাকেই বলছি; শোনো, তুমি আল্লাহর ইবাদত কোরো। কারণ, আল্লাহ চান যে, তুমি তার ইবাদত কোরো। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তুমি আল্লাহর ইবাদত কোরো না। যে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহর ইবাদত করে, তার অবস্থা হলো, সে এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর ইবাদত করে। যখন তার কল্যাণ অর্জিত হয় তখন সে তা নিয়ে প্রশান্ত হয়, আর যখন তাকে কোনো ফিতনা আক্রান্ত করে তখন সে উল্টোপথে ফিরে যায়। সে দুনিয়া এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন আল্লাহর পরিচয় এবং ভালোবাসা অন্তরে প্রগাঢ় হয় তখন বান্দা শুধু তা-ই কামনা করে, যা তার প্রতিপালক চান।

সালাফের এক লেখায় এসেছে, 'যে আল্লাহকে ভালোবাসে তার কাছে তার সন্তুষ্টি অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। আর যে দুনিয়াকে ভালোবাসে তার কাছে প্রবৃত্তির অনুসরণ অপেক্ষা আর কোনো কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ থাকে না।'

ইবনু আবিদ দুনয়া তার সনদে হাসান ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আমি আমার চোখ দিয়ে কোনো দিকে তাকাইনি, জিহ্বা দিয়ে কোনো কথা বলিনি, হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরিনি এবং পায়ের ওপর ভর করে কোনো দিকে চলিনি; যতক্ষণ না আমি লক্ষ করে নিশ্চিত হয়েছি যে, তা কি আনুগত্য নাকি অবাধ্যতা। যখন দেখি তা আনুগত্য তখন আগে বাড়ি। আর যখন দেখি তা অবাধ্যতা তখন পিছিয়ে আসি।'

এ হলো বিশেষ শ্রেণির আল্লাহপ্রেমীদের অবস্থা। তোমরা এটা ভালো করে অনুধাবন করে নাও। আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। কারণ, এ হচ্ছে তাওহিদের এক সূক্ষ্ম রহস্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তার খুতবায় এ দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেন—

أحبوا الله من كل قلوبكم

তোমরা তোমাদের পূর্ণ অন্তর দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসো।[৬২]

ইমাম ইবনু ইসহাক এবং অন্যান্যরা এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

কারণ, যার অন্তরের পুরোটা আল্লাহর প্রেম এবং ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়, তাতে আর নফস কিংবা প্রবৃত্তির চাহিদার জন্য কোনো জায়গা শূন্য থাকে না। জনৈক কবি এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন—

'আমি চলছি এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার অন্তরে তোমার ভালোবাসা মোহর করে দিয়েছ, ফলে তাতে তুমি ছাড়া অন্য কারও অবতরণ হবে না কিছুতেই। যদি আমি

---

[৬২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*: ২/১৪৬-১৪৭; *দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ*, বাইহাকি: ২/৫২৪-৫২৫।

পারতাম তাহলে আমার দৃষ্টি অবনত করে রাখতাম; আমার চোখ তোমাকেই দেখত, শুধুই তোমাকে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, নিজ সত্তার কিছু অংশ দিয়ে নয়; বরং পূর্ণ সত্তা দিয়ে। তোমার ভালোবাসা আমার ব্যক্তিসত্তার জন্য স্বতন্ত্র কোনো স্পন্দনও আর বাকি রাখেনি। হৃদয়ের সকল আবেগ-অনুভূতি, সে তো প্রেমাস্পদের মাঝেই লীন হয়েছে; অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার সঙ্গে অংশীদারত্ব দাবি করেছে। কপোলে যখন অশ্রুবিন্দুগুলো গড়াগড়ি খায়, তখন কে কাঁদছে আর কে কান্নার ভান করছে তা খুব ভালো করেই স্পষ্ট হয়। আদতেই যে কাঁদছে, সে আবেগে বিগলিত হয়ে পড়ে। সে মন খুলে অভিযোগপ্রার্থী অশ্রুবিন্দুর সাথে বাতচিত করে।'

প্রেমিকের অন্তরে যখন তার নিজের জন্য কোনো অংশ থাকে তখন তার হাতে থাকে কেবল ভালোবাসার অসার দাবি। প্রেমিক তো সে, যে নিজের থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় এবং তার প্রেমাস্পদের মাঝেই লীন হয়ে যায়।

فبي يسمع، وبي يبصر

'আমার মাধ্যমেই সে শোনে, আমার মাধ্যমেই সে দেখে।'

অন্তর হলো রবের ঘর। এক ইসরাইলি বর্ণনায় রয়েছে,

ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن.

আমার আকাশ এবং আমার জমিন আমাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারেনি। তবে আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

সুতরাং অন্তরে যখন গাইরুল্লাহ থাকবে তখন তাতে আল্লাহ থাকবেন না। কারণ, আল্লাহ অংশীদারি থেকে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা প্রবৃত্তির উপাস্যদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন কিছুতেই।

আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তিনি মুমিন বান্দার ব্যাপারে আত্মমর্যাদা বোধ করেন যে, তার অন্তরে তিনি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে কিংবা তাতে এমন কিছু থাকবে, যা তিনি পছন্দ করে না।

'আমি তো চেয়েছিলাম শুধু তোমাদের। কিন্তু যখন তোমরা মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছ তখন আমার থেকে ঠিক ততটুকু দূরে সরে গেছ, যতটুকু আমার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছ। আমি তোমাদের বলেছিলাম, অন্তরে আমি ছাড়া অন্য কাউকে স্থান দিয়ো না। এরপরও তোমরা সেখানে অন্যদের স্থান দিয়েছ। ফলে তোমরা আর আমার থাকোনি।'

নির্মল অন্তরের অধিকারীদের জন্যই কেবল মুক্তি

কাল কিয়ামাতের দিন শুধু সে-ই মুক্তি পাবে, যে নির্মল অন্তরে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যে অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যে দিন কোনো অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে নির্মল অন্তর নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[৬৩]

নির্মল অন্তর হলো, যা বিরুদ্ধাচারণের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে কোনো ধরনের পাপে মলিন অন্তর মহান সত্তার সংস্পর্শে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে না, যতক্ষণ না আজাবের হাপরে পবিত্র হয়ে আসে। যখন তার থেকে পঙ্কিলতা দূর হয় তখন তা সংস্পর্শে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়।

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।[৬৪]

পবিত্র হৃদয় প্রথম ধাপেই সংস্পর্শের উপযুক্ত।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

আপনাদের প্রতি সালাম। আপনারা সুখী থাকুন। আপনারা এতে প্রবেশ করুন স্থায়ীভাবে থাকার জন্য।[৬৫]

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তারা হলো ওই সব লোক, ফেরেশতারা যাদের আত্মা কবজ করে উত্তম অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে, 'আপনাদের প্রতি সালাম। আপনারা যে আমল করতেন, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করুন।'[৬৬]

আজ যে তার অন্তরকে অতীতের কৃতকর্মের কারণে অনুশোচনার আগুনে কিংবা প্রেমাস্পদের সাক্ষাত-কামনায় দগ্ধ করবে না, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত, যার উষ্ণতার মাত্রা প্রচণ্ড এবং মাত্রাতিরিক্ত। জাহান্নামের আগুন দ্বারা পবিত্র হওয়া ওই ব্যক্তিরই প্রয়োজন, যে তাওহিদকে বাস্তবায়ন করেনি এবং তার হকসমূহ আদায় করেনি।

---

[৬৩] সুরা শুআরা : ৮৮-৮৯।
[৬৪] *সহিহ মুসলিম*: ৬৫; *মুসনাদু আহমাদ*: ৮৩৪৮; *আল-মুসান্নাফ*, আবদুর রাজ্জাক : ৮৮৩৯।
[৬৫] সুরা যুমার : ৭৩।
[৬৬] সুরা নাহল : ৩২।

রিয়া'র ব্যাপারে সতর্ক থেকো

সর্বপ্রথম যাদের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে তারা হলো আল্লাহ তাআলার এমন সব বান্দা, যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করত। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে লৌকিকতাকারী আলিম, মুজাহিদ এবং দাতা।[৬৭] কারণ, সামান্যতম রিয়াও হচ্ছে শিরক।

লৌকিকতাকারী ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে সৃষ্টির দিকে শুধু এ জন্যই লক্ষ করে, কারণ, সে সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের ব্যাপারে অবগত নয়।

লৌকিকতাকারী বাদশাহর স্বাক্ষর জাল করে দেখায়, যাতে সে নিজের জন্য উৎকোচ গ্রহণ করতে পারে এবং লোকদের এই ভুল ধারণা দিতে পারে যে, সে বাদশাহর বিশেষ লোক এবং সে বাদশাহকে খুব ভালো করে চিনে।

লৌকিকতাকারী নকল মুদ্রার গায়ে বাদশাহর নাম খোদাই করে দেয়, যাতে সে মুদ্রা বাজারঘাটে চালু হয়ে পড়ে। নকল মুদ্রা বাজারে চলনসই হওয়ার মাধ্যম এ ছাড়া তো আর কিছু নেই।

---

[৬৭] আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের মধ্যে কিয়ামতের দিন প্রথম যাদের বিচার করা হবে, তারা হবে তিন শ্রেণির লোক। প্রথমত : এমন ব্যক্তিকে আনা হবে, যে শহিদ হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার নিআমতসমুহ স্মরণ করাবেন; সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলবেন, এসব নিআমত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছ? সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে শহিদ হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই জন্য, যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি বাহাদুর; তা বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, ফলে তাকে তার মুখের ওপর (অধঃমুখে) হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয়ত : এমন ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করেছে, লোকদের শিক্ষা দান করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আনা হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিআমতসমুহ স্মরণ করাবেন, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে, এর জন্য তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি, অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি ইলম শিক্ষা করেছিলে এজন্য, যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর কুরআন পাঠ করেছিলে, যেন তোমাকে কারী বলা হয়; তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্বন্ধে আদেশ করা হবে, আর তাকে মুখের ওপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয়ত :এ মন ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে প্রশস্ততা (সম্পদ) দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার মাল প্রদান করেছিলেন। তাকে আনা হবে। তাকে তার নিআমত সম্বন্ধে অবহিত করা হবে, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে, এর জন্য তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি তোমার পছন্দনীয় কোনো রাস্তাই ছাড়িনি, তোমার সন্তুষ্টির জন্য যাতে ব্যয় করিনি। তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্যই ব্যয় করেছ, যাতে দাতা বলা হয়। তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে তার মুখ নিচের দিকে করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। {*সহিহ মুসলিম* : ১৯০৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৩৭}।

লৌকিকতাকারীদের পর জাহান্নামে প্রবেশ করবে প্রবৃত্তিপূজারী এবং নফসের উপাসনাকারীরা, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির আনুগত্য করেছে এবং মহান প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছে। যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, তাদের বলা হবে—

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۞ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۞ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۞

'হে প্রশান্ত অন্তর, নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশে ফিরে আসো এমতাবস্থায় যে, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কোরো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কোরো।'[৬৮]

জাহান্নামের আগুন তাওহিদপন্থীর ইমানের নুরে নিভে যাবে।

হাদিসে এসেছে,

تقول النار للمؤمن: جز؛ فقد أطفأ نورك لهبي

'জাহান্নাম মুমিনকে বলবে, তুমি পার হয়ে যাও। কারণ, তোমার নুর আমার অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করেছে।'

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ، - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ

এমন কোনো মুমিন বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি থাকবে না, যে তাতে প্রবেশ করবে না। অনন্তর তা মুমিনদের জন্য শীতল এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমনটা হয়েছিল ইবরাহিম ﷺ-এর ওপর। অবস্থা এমন হবে যে, তাদের শীতলতার কারণে জাহান্নাম থেকে একধরনের চিৎকার বেরোবে।[৬৯]

এ হলো এক উত্তরাধিকার, স্রষ্টাপ্রেমীরা যা ইবরাহিম ﷺ-এর অবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে।

জাহান্নামের আগুন স্রষ্টাপ্রেমিকের অন্তরের আগুনে ভীত হয়ে পড়ে।

---

[৬৮] সুরা ফাজর : ২৭-৩০।

[৬৯] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৫২০।

জুনাইদ ﷺ বলেন, 'আগুন বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যদি আপনার আনুগত্য না করি তাহলে আপনি কি আমাকে কিছুর মাধ্যমে শাস্তি দেবেন?" আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার ওপর আমার বড় আগুনকে নিয়োজিত করব।" জাহান্নাম বলল, "আমার চাইতেও বড় এবং প্রচণ্ড কোনো আগুন আছে কি?" তিনি বললেন, "আমার ভালোবাসার আগুন, যা আমি আমার মুমিন ওলিদের অন্তরে দান করেছি।"'

জনৈক বুজুর্গ বলেছেন, 'এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, আমি তোমাদের মাঝে বাস করব, অথচ আমার অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনির্বাপিত আকাঙ্ক্ষা!'

'আমি ভালোবাসার আগুনের মতো অন্য কোনো আগুন দেখিনি, প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্থানের দূরত্বের কারণে যার প্রজ্জ্বলন বেড়ে যায় বহুগুণে।'

আল্লাহর পরিচয় যারা লাভ করেছে আপন প্রতিপালক ছাড়া তাদের আর কোনো ব্যস্ততা নেই এবং অন্য কারও নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা নেই।

হাদিসে রয়েছে,

مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ

'যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় প্রভাত করল যে, তার চিন্তায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু রয়েছে তাহলে সে কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর প্রিয়ভাজন নয়।'[৭০]

জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'যে তোমাকে এই সংবাদ দেবে যে, আল্লাহর কোনো ওলির আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবনা রয়েছে তুমি তার সংবাদ সত্যয়ন করো না।'

দাউদ আত-তায়ি ﷺ রাতভর বলতেন, 'তোমার ভাবনা আমার সব ভাবনাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, আমার মাঝে এবং বিনিদ্রার মাঝে গভীর অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছে। তোমাকে দেখার অশেষ আগ্রহ জীবনের সকল স্বাদ কেড়ে নিয়েছে, আমার মাঝে এবং প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হে সম্মানিত সত্তা, আমি তোমারই কারাগারে দিনাতিপাত করছি।'

'তিনি ছাড়া আমার আর কোনো ব্যস্ততা নেই; তিনি ছাড়া আমার কোনো ভাবনা-পরিকল্পনা নেই, যা তার স্মরণ থেকে আমার অন্তরকে অন্য দিকে ফেরাবে। প্রত্যাশা যদি মুষড়ে পড়ে এবং স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়, তাহলে আমার আর কীই-বা করার থাকবে! তার জন্য তো আমার বিকল্প রয়েছে; কিন্তু তিনি ছাড়া আমার তো কোনোই বিকল্প নেই।'

---

[৭০] *আল-মুসতাদরাক*, ইমাম হাকিম : ৭৯০২।

সত্যান্বষীদের জন্যই জান্নাত

কালিমার স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে তারা তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিতে সত্যের অভাবের কারণেই সেই দুর্ভাগ্য বরণ করবে। কারণ, এই কালিমার উচ্চারণ যখন যথার্থ হয়, তখন তা ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে পবিত্র করে। যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য অন্তরে সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে তখন তা কালিমা উচ্চারণে সত্যবাদিতার অভাবের কারণেই হয়ে থাকে।

যে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ক্ষেত্রে সত্য বলেছে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসবে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ওপর ভরসা করবে না এবং তার অন্তরের কামনা-চাহিদারও কোনো কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

এসব কিছুর পরও তুমি এমনটা ভেবো না যে, আল্লাহপ্রেমিকের ব্যাপারে নিষ্পাপত্ব কামনা করা হচ্ছে। তার থেকে শুধু এটাই চাওয়া হচ্ছে যে, যখনই সে পা পিছলে পড়ে যাবে তখন সে যেন সেই দাগকে দূর করে ফেলে।

যাইদ ইবনু আসলাম ﵀ বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে ভালোবাসেন। একপর্যায়ে তার ভালোবাসা এই স্তরে গিয়ে উপনীত হয় যে, তিনি তাকে বলেন, "যাও, তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"'

শাবি ﵀ বলেন, 'আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তার গুনাহ তার কোনোই ক্ষতি করে না।'

এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ভালোবাসেন তার প্রতি তার রয়েছে বিশেষ যত্ন। যখনই সেই বান্দা প্রবৃত্তির তাড়নায় সামান্য পিছলে যায়, তখন মহান আল্লাহ্ তার হাত ধরে তাকে মুক্তির মিছিলে এনে শামিল করেন। তিনি তার জন্য তাওবার উপকরণ সহজ করে দেন। পদস্খলনের ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক করেন। এ কারণে বান্দা অস্থির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাত উঁচিয়ে ধরে। এ ছাড়াও রহমান তাকে এমন সব বিপদে আক্রান্ত করেন, যা তার পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।

এক 'আসারে'[৭১] এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, 'আমার স্মরণকারীরা আমার সহচর। আমার আনুগত্যপরায়ণ বান্দারা আমার বিশেষ সম্মানের পাত্র। আর আমার অবাধ্য বান্দাদের আমি আমার রহমত থেকে নিরাশ করি না। যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে আমি তাদের বন্ধু। আর যদি তারা তাওবা না করে তাহলে আমি তাদের

---

[৭১] সাহাবিদের বক্তব্য-অভিমতকে পরিভাষায় 'আসার' বলা হয়।

চিকিৎসক। আমি বিপদাপদের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করি আর পরিণামে গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে তাদের পবিত্র করি।'

সহিহ মুসলিমে জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

তুমি জ্বরকে গালমন্দ কোরো না। কারণ, জ্বর গুনাহসমূহকে দূর করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার জং দূর করে দেয়।[৭২]

মুসনাদু আহমাদ এবং *সহিহ ইবনু হিব্বানে* বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ﷺ এক নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, জাহেলি যুগে যে ছিল একজন পতিতা। তিনি তার সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন, একপর্যায়ে তার দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন সে নারী বলে উঠল, 'ধিক তোমাকে! নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক বিদূরিত করেছেন এবং তিনি (পৃথিবীর আকাশে) ইসলামের সূর্য উদিত করেছেন।' তখন তিনি তাকে ছেড়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। ফেরার সময় তিনি ঘাড় ফিরিয়ে বারবার পেছনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক দেয়ালের সঙ্গে তার চেহারার সংঘর্ষ হলো। এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন এমতাবস্থায় যে, রক্তের ফোঁটা তার চেহারার ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। অনন্তর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পুরো বিষয় সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللّٰهُ بِكَ خَيْرًا

'তুমি এমন এক বান্দা, আল্লাহ যার কল্যাণ চেয়েছেন।'

এরপর তিনি বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَجَّلَ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ চান, তখন তার শাস্তি ত্বরান্বিত করে পৃথিবীতেই দিয়ে দেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দার ব্যাপারে অকল্যাণ চান, তখন তার গুনাহগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তিনি এগুলোর পূর্ণ শোধ নেবেন।'[৭৩]

---

[৭২] *সহিহ মুসলিম*: ৫৩।

[৭৩] *সহিহ ইবনু হিব্বান*: ২৯১১; *মুসনাদু আহমাদ*: ১৬৮০৬।

হে আমার মুসলিম জ্ঞাতি ভাইয়েরা, তোমাদের অন্তর মৌলিক পবিত্রতার ওপর রয়েছে। গুনাহের ছিটেফোঁটা কেবল তাকে আক্রান্ত করেছে। সুতরাং এর ওপর চোখের সামান্য অশ্রুর ছিটা দাও। দেখবে, তা পূর্বের মতোই পবিত্র হয়ে গেছে।

তোমরা নফসকে প্রবৃত্তির তাড়নায় লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। কারণ, সংযম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ পথ্য।

প্রবৃত্তি যখন তোমার কাছে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কামনা করবে, তখন তুমি তাকে সে কথা বলে দেবে, যেমনটা বলেছিল এক প্রাক্তন পতিতা নারী সেই লোকটিকে, যার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়েছিল—'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক বিদূরিত করেছেন এবং তিনি (পৃথিবীর আকাশে) ইসলামের সূর্য উদিত করেছেন।' আসলে ইসলামের দাবিই হলো নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করা এবং আনুগত্যের জন্য নতশির হওয়া।

তোমরা অন্তরকে আল্লাহর প্রশংসাবাণী শোনাও—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

'নিশ্চয়ই যারা বলেছে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং তারা তার ওপর অবিচল থেকেছে...।'[৭৪]

আশা করা যায়, এতে করে প্রবৃত্তি অবিচলতার দিকে ঝুঁকবে।

তুমি তাকে জানিয়ে দাও সেই মহান সত্তার কথা, যিনি গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটবর্তী। হতে পারে, সে মহান প্রতিপালকের নিকটবর্তিতা এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের কথা জেনে লজ্জাবোধ করবে।

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন।[৭৫]

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।[৭৬]

জনৈক ব্যক্তি একজন নারীকে কোনো এক উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচণা দিলো। তখন সে নারী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। লোকটি তখন

[৭৪] সুরা ফুসসিলাত : ৩০।

[৭৫] সুরা আলাক : ১৪।

[৭৬] সুরা ফাজর : ১৪।

বলল, 'আকাশের নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই তো আমাদের দেখছে না।' এবার সে নারী জবাব দিলো, 'তো কোথায় সেই তারকার নিয়ন্ত্রক?'

জনৈক ব্যক্তি একজন নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। লোকটি তাকে দরজা বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিলো। নারীটিও তার কথানুসারে দরজা বন্ধ করল। অনন্তর লোকটি তাকে বলল, 'এমন কোনো দরজা রয়ে গেছে কি, যা তুমি বন্ধ করোনি?' সে বলল, 'হ্যাঁ, যে দরজাটি আমাদের এবং আমাদের প্রতিপালকের মাঝে রয়েছে, তা তো বন্ধ করতে পারিনি।' তখন সে লোকটি আর তার সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়নি।

জনৈক বুজুর্গ এক ব্যক্তিকে একজন নারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাদের উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের উভয়ের গুনাহগুলোকে গোপন রাখুন।'

জুনাইদ ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কী করলে নজর হেফাজতের ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যাবে?' তিনি বললেন, 'স্মরণ রাখবে, তুমি যে দিকে দৃষ্টি ফেলছ, সে দিকে তোমার দৃষ্টি অপেক্ষা তোমার দিকে আল্লাহর দৃষ্টি অধিক গতিময়।'

মুহাসিবি ﵀ বলেন, 'মুরাকাবা হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বসানো যে, প্রতিপালক কতটা নিকটবর্তী।'

যখনই আল্লাহ মারিফাত শক্তিশালী হয় তখন আল্লাহর নিকটবর্তিতা এবং দৃশ্যমানতার ব্যাপারেলজ্জাবোধের শেকড়ও অন্তরে দৃঢ়মূল হয়।

নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে এই ওসিয়ত করলেন, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে ঠিক সেভাবে, যেভাবে তার পরিবারের কোনো সৎ লোককে ভয় করে, যে পরিবারে সে সর্বদা থাকে।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'আল্লাহ তোমার যতটা নিকটবর্তী, তুমি সে অনুপাতে আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ কোরো আর তিনি তোমার ওপর যতটা সক্ষমতা রাখেন, তুমি সে অনুপাতে তাকে ভয় কোরো।'

'যেন একজন পর্যবেক্ষক আমার কল্পনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আরেকজন আমার চোখ এবং জিহ্বাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আপনার পর আমার চোখ আপনি ছাড়া অন্য কোনো দৃশ্যের দিকে চাওয়ামাত্রই আমি নিজেকে সম্পাদন করে বলেছি, তিনি কিন্তু আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আপনার পর আমার মুখে যখনই অন্য কারও জন্য কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়েছে তখনই আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলেছি, তিনি কিন্তু আমার কথা শুনেছেন। অন্তরে আপনি ছাড়া অন্য কারও ভাবনা আসামাত্রই তা আমার আঙুলের অগ্রভাগকে বাঁকা করে দিয়েছে।'

কালিমায়ে তাওহিদের ফজিলত

কালিমায়ে তাওহিদের ফজিলত অসংখ্য। এখানে তার সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। আমরা এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করব।

তা হলো তাকওয়ার কালিমা; যেমনটা বলেছেন উমর ﷺ এবং অন্যান্য সাহাবি।

তা হলো ইখলাসের কালিমা, সত্যের সাক্ষ্য, হকের দাওয়াত, শিরকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা এবং এই দীনের মুক্তি। আর এর জন্যই গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুই এ জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।'[৭৭]

এর জন্যই সকল রাসুলকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কিতাব নাজিল করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার পূর্বে আমি যত রাসুলকে পাঠিয়েছি সকলের কাছেই এর প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।'[৭৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

'তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে প্রাণ সঞ্চারক ওহিসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।'[৭৯]

---

[৭৭] সুরা জারিয়াত : ৫৬।
[৭৮] সুরা আম্বিয়া : ২৫।
[৭৯] সুরা নাহল : ২।

আল্লাহ তাআলা নেয়ামতের বর্ণনাসংক্রান্ত সুরাগুলোতে তার বান্দাদের প্রতি যে সকল নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন, এই আয়াতটি হলো সেগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত।

এ জন্যই ইবনু উয়ায়না ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর এর চেয়ে মহৎ কোনো নেয়ামত পাঠাননি যে, তিনি তাদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" চিনিয়েছেন। আর নিশ্চয়ই জান্নাতিদের জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তেমন, দুনিয়াবাসীদের জন্য শীতল পানি যেমন। এর জন্যই আখিরাতে জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে সত্য পথের পথিকদের যথাযোগ্য প্রতিদানে ভূষিত করা হবে এবং এরই জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে কালিমাত্যাগীদের শাস্তি দেওয়া হবে।'

যে এই কালিমা বলবে এবং এর ওপর মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এর জন্যই রাসুলগণকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে এই কালিমা পড়ে নেবে, সে তার সম্পদ এবং রক্ত সুরক্ষিত করবে আর যে এই কালিমাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার সম্পদ মূল্যহীন এবং তার রক্ত মূল্যহীন।

এই কালিমাই নবিগণের দাওয়াতের চাবিকাঠি। এর মাধ্যমেই মুসা ﷺ সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কালাম করেছেন। *মুসনাদুল বাযযার* এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইয়াজ আল-আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ حَقٍّ عَلَى اللَّهِ كَرِيمَةٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ مَكَانٌ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا يَعْنِي قَالَهَا بِلِسَانِهِ حَقَنَتْ دَمَهُ وَأَحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا يُحَاسِبُهُ

'নিশ্চয়ই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সত্যের বাণী। আল্লাহ তাআলার নিকট সম্মানজনক। এই কালিমার রয়েছে আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ অবস্থান। তা হলো এমন কালিমা, যে সত্য অন্তরে তা পড়বে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে মিথ্যা অন্তরে তা পাঠ করবে; অর্থাৎ শুধু মুখে উচ্চারণ করবে—সে তার রক্তকে নিরাপদ করবে এবং সম্পদকে সুরক্ষিত করে ফেলবে। আর সে আগামীকাল আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে। সে সময়ে তিনি তার হিসাব নেবেন।'[৮০]

এই কালিমা জান্নাতের চাবি; যেমনটি পূর্বে বিগত হয়েছে। এই কালিমা জান্নাতের বিনিময়। কথাটি বলেছেন হাসান ﵀। এ ছাড়াও একাধিক দুর্বল সূত্রে এ বিষয়ক একটি বর্ণনা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

---

[৮০] *তারতিবুল আমালি*: ৯৭।

مَنْ كَانَتْ آخِرَ كَلَامِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

এই কালিমা যার সর্বশেষ কথা হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮১]

কালিমা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি। নবি ﷺ এক মুয়াজ্জিনকে বলতে শুনলেন—'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন তিনি বললেন, 'সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।' ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এই কালিমা ক্ষমা অপরিহার্য করে। *মুসনাদে আহমাদ* গ্রন্থে শাদ্দাদ ইবনু আওস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ একদিন তার সাহাবিদের বললেন,

" ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ " ثُمَّ قَالَ: " أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ "

'তোমরা তোমাদের হাত উত্তোলন করো এবং বলো, "লা ইলাহা ইলাল্লাহ।"' তখন আমরা কিছুক্ষণ আমাদের হাত উঠিয়ে রাখলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার হাত রাখলেন এবং তারপর বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালিমা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর ভিত্তিতে আমাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।' এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৮২]

কালিমা হলো সকল পুণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুণ্য।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ: «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ؟ قَالَ: «هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ

আবু জর رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে।' তিনি বললেন, 'যখন তুমি কোনো মন্দ কাজ করবে তখন এর পরপরই কোনো নেক আমল করে নিও। কারণ,

[৮১] *আল-মুসান্নাফ*, ইবনু আবি শাইবা : ১০৮৬৬।
[৮২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭১২১।

নেক আমলের রয়েছে তার অনুরূপ দশগুণ মর্যাদা।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত?' তিনি বললেন, 'তা তো সর্বোত্তম নেক আমল।'[৮৩]

কালিমা গুনাহ এবং পাপরাশিকে মুছে দেয়। *সুনানু ইবনি মাজাহ* গ্রন্থে উম্মে হানি ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا

'"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র ওপর কোনো নেক আমল অগ্রবর্তী হতে পারে না এবং তা কোনো গুনাহকে ছেড়ে দেয় না।'[৮৪]

জনৈক সালাফকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এখন আপনার কী অবস্থা?' তিনি বললেন, '"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কোনো কিছুকে অবশিষ্ট রাখেনি।'

এই কালিমা অন্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ইমানকে নবায়ন করে। *মুসনাদে আহমাদে* এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের বলেন, 'তোমরা তোমাদের ইমান নবায়ন করো।' সাহাবিরা বললেন, 'কীভাবে আমরা আমাদের ইমান নবায়ন করব।' তিনি বললেন, 'তোমরা অধিক পরিমাণে বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'[৮৫]

এই কালিমা হলো এমন ভারী বস্তু, মিজানে[৮৬] কোনো কিছুই যার সমতুল্য হবে না। যদি এই কালিমাকে আকাশ এবং পৃথিবীর সঙ্গেও ওজন করা হয় তাহলে এই কালিমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

---

৮৩ *আদ-দুআ*, তাবারানি : ১৪৯৮।

৮৪ *সুনানুইবনি মাজাহ* : ৩৭৯৭।

৮৫ *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭১০।

৮৬ আমলনামা ওজন করার দাঁড়িপাল্লা।

নবি ﷺ বলেন, 'নুহ নিজ পুত্রকে মৃত্যুর সময়ে বললেন, "আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, সাত আকাশ এবং সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা সেগুলোর ওপর ভারী হয়ে যাবে।"'[৮৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে; নবি ﷺ বলেন,

قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

মুসা ﷺ বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব।' আল্লাহ বললেন, 'হে মুসা, তুমি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে।' মুসা ﷺ বললেন, 'আপনার প্রত্যেক বান্দাই এটা বলে।' আল্লাহ বললেন, 'হে মুসা, তুমি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে।' তিনি বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি এমন কিছু চাচ্ছিলাম, যা শুধু বিশেষভাবে আপনি আমাকেই শেখাবেন।' আল্লাহ বললেন, 'হে মুসা, যদি সাত আকাশ ও আমি ছাড়া তার সকল অধিবাসী এবং সাত জমিনকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে সব কিছুকে নিয়েই এক দিকে ঝুঁকে পড়বে।'[৮৮]

এ কারণেই গুনাহের সহিফা নিয়ে তা নুয়ে পড়বে; যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এই কালিমা সকল পর্দাকে দীর্ণ করে অবশেষে মহামহিম আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। *সুনানুত তিরমিজি* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ

'"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"—আল্লাহর সামনে এর কোনো আবরণ থাকবে না, যাবৎ না তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[৮৯]

---

[৮৭] *মুসনাদু আহমাদ*: ৬৫৮৩।

[৮৮] *আল-মুসতাদরাক*: ১৯৩৬; *সহিহ ইবনু হিব্বান*: ৬২১৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১০৬০২।

[৮৯] *সুনানুত তিরমিজি*: ৩৫১৮।

তাতে আরও রয়েছে, আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত; নবি ﷺ বলেন,

مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

'যেকোনো বান্দা ইখলাসের সঙ্গে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এভাবে তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়; যতক্ষণ পর্যন্ত কবিরা গুনাহ পরিহার করা হয়।'[১০]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক বস্তু এমন, যার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে আবরণ থাকে; শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ব্যতিক্রম। যেভাবে তোমার দুঠোঁট এ কালিমা উচ্চারণ করতে বাধাগ্রস্ত হয় না, একইভাবে কোনো কিছুই তার পথে অন্তরায় হয় না, এভাবে তা সরাসরি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'

আবু উমামা ﷺ বলেন, 'যেকোনো বান্দা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে আরশ ছাড়া অন্য কিছু তাকে ফেরায় না।'

তা হলো সেই কালিমা, যার পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন এবং তার দুয়া কবুল করেন। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله

'যে একনিষ্ঠ হৃদয়ে, জিহ্বা এবং অন্তরের সংযোগ ঘটিয়ে বলবে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই; তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা; তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান" আল্লাহ তার জন্য আকাশকে বিদীর্ণ করেন তখন জমিনবাসীদের মধ্যে যে ছিল এর পাঠকারী, তিনি সরাসরি তার দিকে দৃষ্টি দেন। আল্লাহ যে বান্দার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, তার জন্য এটাই সংগত যে, তিনি তাকে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করবেন।'[১১]

এ হলো সেই কালিমা, যার পাঠকারীকে স্বয়ং আল্লাহ সত্যয়ন করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

[১০] *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১০৬০১; *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৫৯০।
[১১] *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ*, নাসায়ি : ২৮/১৫০।

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِي، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ

'বান্দা যখন বলে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আল্লাহই সবচে বড়" তখন তার প্রতিপালক তাকে সত্যয়ন করেন এবং তিনি বলেন, "আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি সবচে বড়।" যখন সে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক" তখন আল্লাহ বলেন, "আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি এক।" যখন সে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই" তখন আল্লাহ বলেন, "আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি এক এবং আমার কোনো শরিক নেই।" যখন সে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই, তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা" তখন আল্লাহ বলেন, "আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমারই জন্য রাজত্ব এবং আমারই জন্য প্রশংসা।" যখন সে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো নেক আমল করার শক্তি নেই, তার সাহায্য ছাড়া কোনো গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা নেই" তখন আল্লাহ বলেন, "আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারও নেক আমল করার কিংবা গুনাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা ও শক্তি নেই।"' তিনি আরও বলেন, 'যে তার মুমূর্ষু অবস্থায় এই কালিমা পাঠ করে মৃত্যুবরণ করবে, জাহান্নাম তাকে খাদ্য বানাবে না।'[৯২]

নবিগণ যা কিছু বলেছিলেন এর মধ্যে এই কালিমাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ; আরাফার দিনের দুয়ায় যেমনটি বিবৃত হয়েছে।

তা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জিকর। জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

[৯২] সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৩০।

'সর্বশ্রেষ্ঠ জিকর হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।'[১৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'এটা হলো আল্লাহর কাছে সবচে পছন্দনীয় কালিমা, যা ছাড়া আল্লাহ কোনো আমলকে কবুল করেন না।'

এই কালিমা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল এবং এর প্রতিদান সবচে বেশি। এই কালিমা দাস মুক্ত করার সমান। আর এই কালিমা শয়তান থেকে প্রতিরক্ষা। *সহিহ বুখারি* এবং *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

'যে ব্যক্তি এক শ বার বলবে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই; তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা; আর তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান" তার জন্য দশ গোলামের সমপরিমাণ প্রতিদান সাব্যস্ত হবে, তার জন্য এক শটি নেকি লেখা হবে এবং তার আমলনামা থেকে এক শটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে আর তা হবে তার সেদিনের জন্য শয়তানের থেকে প্রতিরক্ষা, যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। সে যে আমল করেছে তার থেকে উত্তম আমলকারী আর কেউ থাকে না। তবে শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে এ আমলটি করেছে।'[১৪]

আবু আইয়ুব ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে; নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

'যে দশ বার তা বলবে, তার ওই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব হবে, যে ইসমাইল ؑ-এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করল।'[১৫]

সুনানুত তিরমিজি গ্রন্থে ইবনু উমর ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে; নবি ﷺ বলেছেন,

من دخل السوق فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة و بنى له بيتا في الجنة

[১৩] *সুনানুত তিরমিজি*: ৩৩৮৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ৩৮০০।

[১৪] সহিহ বুখারি : ৩২৯৩; সহিহ মুসলিম : ২৬৯১।

[১৫] *সহিহ মুসলিম*: ২৬৯৩।

'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই কালিমা পড়বে—"আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক; তার কোনো শরিক নেই। তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জিব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তার হাতেই সমগ্র কল্যাণ। আর তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" তার জন্য দশ লাখ নেকি লেখা হবে, আমলনামা থেকে দশ লাখ গুনাহ মুছে দেওয়া হবে এবং তার জন্য দশ লাখ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।'[৯৬]

কালিমার আরেকটি ফজিলত হলো, তা হচ্ছে কবরের নির্জনতা এবং হাশরের বিভীষিকা থেকে মুক্তি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ، وَلَا فِي نُشُورِهِمْ، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَنْفُضُونَ عَنْ رُءُوسِهِمْ يَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

'"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র পাঠকারী কবরে কিংবা হাশরে কোনো ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করবে না। আমি যেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র পাঠকারীদের দেখতে পাচ্ছি, তারা নিজেদের মাথা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছে এবং বলছে, "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন।"'[৯৭]

এক মুরসাল হাদিসে এসেছে,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنَ الْفَقْرِ وَيُؤْمَنُ مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ، وَاسْتُجْلِبَ بِهِ الْغِنَى، وَاسْتُقْرِعَ بِهِ بَابُ الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক শ বার বলবে, "আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি রাজাধিরাজ, পরম সত্য এবং সকল কিছু সুস্পষ্টকারী", তা তার জন্য হবে দারিদ্র থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা। তাকে কবরের নিঃসঙ্গতা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। তাওহিদের কালিমা তার জন্য স্বচ্ছলতা বয়ে আনবে এবং এর মাধ্যমে জান্নাতের দরজায় করা নাড়া হবে।'[৯৮]

কালিমা হবে মুমিনদের প্রতীক সে সময়ে, যখন তারা কবর থেকে উঠবে। নাজর ইবনু আরাবি ﷺ বলেন, 'আমার কাছে এ মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মানুষ যখন তাদের কবর থেকে উঠবে তখন তাদের প্রতীক হবে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।'

---

[৯৬] *সুনানুত তিরমিজি*: ৩৪৮৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ২২৩৫; *মুসনাদু বাযযার*: ১২৫।

[৯৭] *শুআবুল ইমান*: ৯৯।

[৯৮] *সিফাতুল জান্নাহ*, আবু নুয়াইম: ১৮৫।

তাবারানিতে এসেছে; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'পুলসিরাতের ওপর এই উম্মাহর প্রতীক হবে—"লা ইলাহা ইল্লা আনতা"।'

কালিমার বৈশিষ্ট্য হলো, তা তার পাঠকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে উমর ﷺ-সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসে বিবৃত হয়েছে।

উবাদা ﷺ নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

'যে ব্যক্তি বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা এবং রাসুল, ইসা ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তার কালিমা—যা তিনি মারয়াম ﷺ-এর কাছে পৌঁছিয়েছেন—আর ছিলেন এক রুহ, যা তারই পক্ষ থেকে ছিল; জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য" আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য থেকে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করাবেন।'[৯৯]

আবদুর রহমান ইবনু সামুরা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে তার দীর্ঘ স্বপ্নসংক্রান্ত বর্ণনায় উল্লেখ করেন,

رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي انْتَهَى إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ دُونَهُ، فَجَاءَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ

'আমি আমার উম্মাহর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে জান্নাতের দরজাসমূহের কাছে গিয়ে উপনীত হয়েছে। তার সামনে দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। তখন তার কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য আগমন করল। ফলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে গেল এবং এই কালিমা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাল।'[১০০]

এই কালিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর পাঠকারীরা যদি তার হক আদায়ে ত্রুটি করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে, এরপরও অবশ্যই তারা তা থেকে বের হয়ে আসবে। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

---

[৯৯] *সহিহ মুসলিম*: ৪৬।

[১০০] *আদ-দুআ*, তাবারানি : ১৪৮৮।

'মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, "আমার ইজ্জত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব এবং আমার মহত্ত্বের শপথ! যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।"'[১০১]

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত; নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَّى: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ قَوْلُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ، فَيَغْضَبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُخْرِجُهُمْ، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَبْرَءُونَ مِنْ حَرْقِهِمْ كَمَا يَبْرَأُ الْقَمَرُ مِنْ كُسُوفِهِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাঠকারীদের মধ্য থেকে একদল লোক নিজেদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন লাত-উজ্জার উপাসনাকারীরা তাদের বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য তোমাদের কোনো উপকারে আসল না। আজ তোমরা আমাদের সঙ্গে জাহান্নামে রয়েছ। তখন আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হবেন। অনন্তর তিনি তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে এনে জীবননদে নিক্ষেপ করবেন। তখন তারা তাদের দগ্ধতা সেরে সুস্থ হয়ে উঠবে, যেভাবে চাঁদ চন্দ্রগ্রহণ থেকে সেরে ওঠে। অনন্তর তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[১০২]

যে সত্তা তার অসন্তুষ্টির অবস্থায়ও অনুগ্রহ করেন, তো যখন তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তখন কীরূপ আচরণ করবেন! যে তার তাওহিদকে স্বীকার করে নিয়েছে, যদিও সে তাওহিদের হক আদায়ে ত্রুটি করে, এরপরও তিনি তার মাঝে এবং যে তার সঙ্গে শিরক করে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করবেন না।

জনৈক সালাফ বলেন, ইবরাহিম ﵇ বলতেন, 'হে আল্লাহ, যে আপনার সঙ্গে শিরক করে, আপনি তাকে ওই ব্যক্তির সঙ্গে মেলাবেন না, যে আপনার সঙ্গে শিরক করে না।'

জনৈক সালাফ তার দুয়ায় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি জাহান্নামিদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ

'তারা তো দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করবেন না।'[১০৩]

---

[১০১] *সহিহ বুখারি* : ৭৫১০।
[১০২] *আল-মু'জামুল আওসাত*, তাবারানি : ৭২৯৩।
[১০৩] সুরা নাহল : ৩৮।

আমরা আল্লাহর নামে দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলি, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করবেন। হে আল্লাহ, আপনি উভয় শ্রেণিকে এক নিবাসে একত্রিত করবেন না।'

আবু সুলাইমান ﷺ বলেন, 'তিনি যদি আমাকে আমার কৃপণতার ব্যাপারে পাকড়াও করেন, তাহলে আমি তার কাছে তার উদারতা কামনা করব। তিনি যদি আমাকে আমার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহলে আমি তার কাছে ক্ষমার আবেদন জানাব। যদি তিনি আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান, তাহলে আমি জাহান্নামবাসীদের অবহিত করব যে, আমি তাকে ভালোবাসতাম।'

'তার মিলন কত না উত্তম এবং কত না মধুময়! আর তার বিচ্ছেদ কী পরিমাণ ভারী এবং কঠিন! অসন্তুষ্টি এবং সন্তুষ্টির অবস্থায় তিনি কত না ভীতি ও মর্যাদাপূর্ণ! অন্তর তাকে ভালোবাসে; যদিও তিনি তাকে শাস্তি দেন।'

জনৈক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ রাতভর কান্নাকাটি করে বললেন, 'যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন, তাহলে আমি তো আপনাকেই ভালোবাসি। আর যদি আপনি আমার প্রতি দয়া করেন, তাহলে আমি তো আপনাকেই ভালোবাসি।'

বুজুর্গরা আবরণ পড়ে যাওয়াকে তত বেশি ভয় করেন, যতটা না আজাবে আক্রান্ত হওয়াকে ভয় করেন।

জুন্নুন মিসরি ﷺ বলেন, 'বিচ্ছেদের শঙ্কার সময়ে জাহান্নামের শঙ্কার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার।'

জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'হে আমার ইলাহ, আমার সায়্যিদ, আমার মাওলা, আপনি যদি আমাকে আপনার সকল আজাবে আক্রান্ত করেন, তাহলে আপনার যে নিকটবর্তিতা আমার হাতছাড়া হলো, তা আজাবের থেকে অধিক গুরুতর বোধ হবে।'

'ভালোবেসে মিলন যদি নসিবে না জোটে, তাহলে আমি জাহান্নামের মাঝেই গ্রহণ করব আমার আলয় এবং আবাস। এরপর জাহান্নামের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তার অধিবাসীদের অস্থির করে তুলব সকাল এবং সন্ধ্যা। হে মুশরিক সম্প্রদায়, তোমরা তাদের দেখে বিলাপ করো, যারা মহান প্রতিপালককে ভালোবাসার দাবি করে। যে মহান প্রতিপালককে ভালোবাসার দাবি করতে পারে, আল্লাহ কখনো তাকে দীর্ঘ আজাবে আক্রান্ত করবেন না।'

শেষ মিনতি

আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। দীনের মূল বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তাওহিদের বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করো। কারণ, এ ছাড়া অন্য কিছু তোমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। তাওহিদের হক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী হও। কারণ, আল্লাহর আজাব থেকে একমাত্র তা-ই তোমাকে মুক্তি দেবে।

'কোনো কথক কখনো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র চাইতে উত্তম কথা বলতে পারেনি। মহিমাময় মহান প্রতিপালক কল্যাণের আধার এবং বরকতপূর্ণ সত্তা। তার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

'আমার পাপরাশি মোচন করার জন্য এবং গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য আপনি ছাড়া আর কে আছে, হে এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা! যে সেই মহান প্রতিপালকের তাওহিদে বিশ্বাসী হবে, তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

'যে নিজের জীবনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়ন করেছে, তার আগুন কখনো সেই ব্যক্তিকে পোড়াবে না। আমি নিঃসঙ্কোচে দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথাগুলো বলছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা একমাত্র তিনিই।'

অনুবাদক পরিচিতি

আলী হাসান উসামা

জন্ম ইসায়ি ১৯৯৫ সালের ২২ আগস্ট তিন শ ষাট আউলিয়ার পুণ্যভূমি, দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির দেশ সিলেটে। লেখাপড়া করেছেন রাজধানীর নামকরা দুটি প্রতিষ্ঠানে। অনন্য অসাধারণ মেধাবী এ তরুণ আলিম ছাত্রজীবনে তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকে হিফজ বিভাগে ১ম, ফজিলতে ১২তম এবং তাকমিলে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

শিক্ষা-সমাপনের পর ২০১৭ সনে প্রবেশ করেন কর্মজীবনে। বর্তমানে মাদানি নেসাবের আলোকে পরিচালিত একটি স্বনামধন্য কওমি মাদরাসায় বিভাগীয় প্রধান এবং পাশাপাশি একটি ইসলামিক ফিকহ ইনস্টিটিউটে সহযোগী মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও স্বল্প সময়ে ব্যাপক সাড়াজাগানো কালান্তর প্রকাশনীসহ একাধিক প্রকাশনীর সঙ্গে লেখক, অনুবাদক এবং সম্পাদক হিসেবে নিয়মিত কাজ করছেন তিনি।

আলী হাসান উসামা সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের অন্যতম। ঈর্ষণীয় ইলমি যোগ্যতার পাশাপাশি তার মধ্যে একত্র হয়েছে সহজ সরল অসাধারণ অনুবাদ-দক্ষতা। ফলে স্বল্প সময়ে তিনি কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থের জন্যে গুণীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তার অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন*, *সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলামের হদ-কিসাস*, *রাজদরবারে আলিমদের গমন : একটি সতর্কবার্তা*, *মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ*, *তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া*।

সম্পাদনা করেছেন *সত্যকথন*, *কষ্টিপাথর*, *যেমন ছিলেন তাঁরা*, *অ্যান্টিডোট*, *সুবোধ*, *প্রত্যাবর্তন*, *বিপ্রতীপ*, *তাফসীরে সূরা তাওবা* (দ্বিতীয় খণ্ড), *আদ-দীন আন-নাসিহাহ*, *কাবার পথে ধন্য হতে*, *ইমান ও কুফরের সংঘাত* ইত্যাদি।

তার প্রথম মৌলিক গ্রন্থ '*ফিকহুস সিরাত*' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এ ছাড়া নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ আরও নানা রকম ইলমি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন সময়ের এই প্রতিভাবান তরুণ। আমরা তার জীবনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

অনুবাদকের অধিকাংশ রচনা তার ব্যক্তিগত সাইট allhasanosama.com-এ প্রকাশ করা হয়।

Cover : Kazi Sofwan

বইটি কেন পড়বেন...

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ। তাওহিদপন্থীদের জন্যই ঘোষিত হয়েছে জান্নাত। নিষ্কলুষ তাওহিদ নিয়ে যারা মহান প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, তারা লাভ করবে মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যারা তাওহিদকে প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা যাদের তাওহিদ ত্রুটিযুক্ত থাকবে, প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন তারা চরম আক্ষেপে ভুগবে এবং অবশেষে নিক্ষিপ্ত হবে অপরাধীদের আবাসস্থল জাহান্নামে।

তাওহিদের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজে আইন। যেহেতু তাওহিদ সকলের জন্য, তাই তাওহিদের মৌলিক জ্ঞানকে রাখা হয়েছে অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সকলের বোধগম্যরূপে। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের মতো জটিল কোনো সমীকরণ এতে নেই। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পরবর্তীরা তাওহিদের মূল বিষয়ের আলোচনা কমিয়ে দিয়ে শাখাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভ্যন্তরীণ চরম দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। ফলে মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি তাওহিদকে কেন্দ্র করে অনৈক্য এবং বিভেদের সূত্রপাত হয়েছে। তাই উম্মাহর এই চরম অবক্ষয়ের সময়ে পূর্ববর্তীদের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার কোনো বিকল্প নেই।

মহান সালাফে সালেহিনের রচনার স্বাদ এবং ঘ্রাণই আলাদা। অষ্টম শতকের মহান ইমাম ইবনু রজব রহ.-এর রচনায় খুব সরলভাবে উঠে এসেছে তাওহিদের চিত্র। সব শ্রেণির পাঠকদের জন্যই ইনশাআল্লাহ বইটি সুখপাঠ্য হবে। আল্লাহ তাআলা এই মহান ইমামকে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাওহিদের চেতনা ফের জাগ্রত হোক এ মাটিতে। তাওহিদের আলোয় আলোকিত হোক দল-মত নির্বিশেষে সকলে। দূর হয়ে যাক জাহিলিয়াতের ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাওহিদের আলোকিত জ্ঞান-সরোবরে পাঠক, আপনাকে স্বাগতম! দীপ্ত হোন, দীপ্তি ছড়ান। আল্লাহ আপনার সহায় হন।

আলী হাসান উসামা

Kalantor Prokashoni

$ 5.00
50995>
9 780692 820644
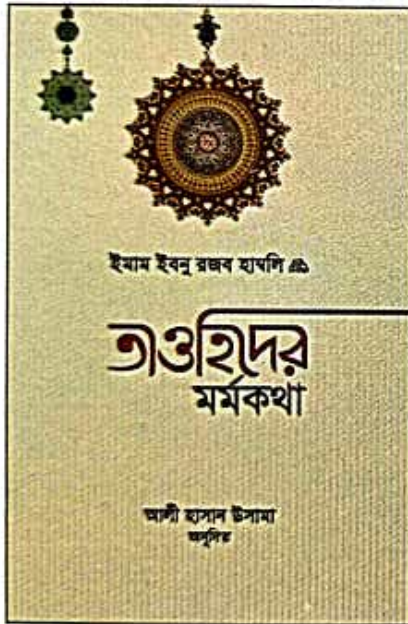
Tawhider Mormokotha
by **Imam Ibn Razab Hambali**
Translated by : **Ali Hasan Osama**
Kalantor Prokashoni
Cover : Kazi Sofwan
Price: BD ৳ 90, US $ 5, UK £ 3
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
ফেসবুক
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/kalantorprokasoni
রেনেসাঁ
facebook.com/renesabookshop